ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার

মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার

মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী

অনুবাদ
মীযানুল করীম

সম্পাদনা
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

NON-MUSLIM MINORITIES IN AN ISLAMIC STATE- এর অনুবাদ
ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার

মূল লেখক : মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী

অনুবাদ : মীযানুল করীম

ISBN : 978-984-91686-0-7

বি আই এল আর এল এ সি- ৪

© বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট - ১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, ০১৭৬১৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৭ ঈসায়ী

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী

মুদ্রণ : আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৮০/- (আশি টাকা মাত্র)

ISLAME AMUSLIMDER ADHIKAR (NON-MUSLIM MINORITIES IN AN ISLAMIC STATE) written by Muhammad Sharif Chaudhury, translated into Bengali by Mizanul Karim, edited by Professor Dr. Ahmad Ali and published by Advocate Muhammad Nazrul Islam (General Secretary) on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, 55/B, Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite- 13/B, (Lift-12), Dhaka-1000, Phone : 02-9576762, Mobile : 01761-855357, E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com, Web : www.ilrcbd.org, Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price : TK. 80 US $ 3

www.pathagar.com

উৎসর্গ

এই বইটি সেসব মুসলিম এবং মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত, যাঁরা ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্য মোতাবেক তাঁদের অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে আচরণ করেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে
প্রকাশকের কথা

NON-MUSLIM MINORITIES IN AN ISLAMIC STATE শীর্ষক গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ ২০০৭ সালে বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রকাশের সাথে সাথেই বইটি পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফলে অল্প দিনেই প্রথম সংস্করণের সব কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। অবশ্য গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমিত হয় গ্রন্থটিতে কতিপয় উদ্ধৃতির মধ্যে যেমন অসামঞ্জস্যতা রয়েছে তদ্রূপ কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবেশিত তথ্য ও তত্ত্বেও বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। গ্রন্থটি গভীরভাবে পর্যালোচনার পর কোন শরী'আহ বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে গ্রন্থটির তথ্য উপাত্ত বস্তুনিষ্ঠকরণ এবং সার্বিকভাবে এটিকে আরো তথ্যসমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ লক্ষে গ্রন্থটি পুনরায় কম্পোজ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান, শরী'আহ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. আহমদ আলী সাহেবকে সম্পাদনার জন্য অনুরোধ করা হয়। নানাবিধ গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকার পরও তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে এ গ্রন্থে পরিবেশিত প্রতিটি তথ্য দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছেন। এর ফলে নিঃসন্দেহে বলা যায় বর্তমান পরিমার্জিত সংস্করণে পরিবেশিত গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর বস্তুনিষ্ঠতা মূল গ্রন্থকেও অতিক্রম করেছে এবং উদ্ধৃতিগুলোকেও প্রামাণ্য করেছে। ল' রিচার্স সেন্টার-এর পক্ষ থেকে এজন্য আমরা প্রফেসর ড. আহমদ আলী সাহেব-এর প্রতি প্রীত ও কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞা দ্বারা জাতিকে সমৃদ্ধ করুন।

পরিমার্জন, সংশোধন ও সংযোজনের ফলে গ্রন্থটির পরিধি কিছুটা বেড়েছে। সেই সাথে বেড়েছে সার্বিক প্রকাশনা ব্যয়। তবুও বিষয়টির গুরুত্ব এবং এ সম্পর্কে বাজারে বিশুদ্ধ মানের গ্রন্থের অভাব বিধায় কর্তৃপক্ষ দ্রুত এটির পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। আশা করি এ সংস্করণটি পাঠক মহলে আরো বেশী আদৃত হবে। এই প্রকাশনার সাথে সংশিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন এবং তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন ॥

- সেপ্টেম্বর ২০১৫

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা.....৭-৮
অমুসলিমদের সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা.....৯-১৮
ইসলাম প্রদত্ত অমুসলিমদের অধিকার অলঙ্ঘনীয়.....১৯-২০
অমুসলিমদের শ্রেণীবিন্যাস.....২১-২৪
অমুসলিমদের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মানের অধিকার.....২৫-২৮
অমুসলিমদের ধর্ম পালন ও উপাসনার অধিকার.....২৯-৩৩
বল প্রয়োগে অমুসলিমদের ধর্মান্তরিত করার অনুমতি নেই.....৩৫-৪০
অমুসলিমদের জন্য বিচার বিভাগীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা.....৪১-৪৫
অমুসলিমদের রাজনৈতিক এবং সরকারি চাকরির অধিকার.....৪৭-৪৯
অমুসলিমদের প্রতি সদয় আচরণ.....৫১-৫২
গরীব অমুসলিমদের আর্থিক সাহায্য প্রদান.....৫৩-৫৪
অমুসলিমগণ ও জিযিয়া.....৫৫-৬১
ইসলামের ইতিহাসে অমুসলিমদের প্রতি আচরণ.....৬৩-৬৯
সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ : ইসলাম ও
অন্যান্য ধর্মের মধ্যে তুলনা.....৭১-৭৬
আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু.....৭৭-৭৮
গ্রন্থপঞ্জি.....৭৯-৮০

www.pathagar.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(পরম করুণাময়, অত্যন্ত দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করছি।)

বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু নাগরিক, বিশেষ করে যারা একটি আদর্শিক রাষ্ট্রে বসবাস করছে; কিন্তু ঐ রাষ্ট্রের আদর্শ মেনে চলে না, তাদের সাথে আচরণ বর্তমানে একটি জ্বলন্ত আলোচ্য বিষয়। একটি ইসলামী রাষ্ট্র যদিও ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক, তবুও এই রাষ্ট্র তার অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিষ্ণু ও উদার। এর কারণ হচ্ছে, ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষা। ইসলামের আসমানী কিতাব আল-কুরআন অমুসলিমদের পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলাম জবরদস্তি করে কাউকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাকে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছে, সেই সাথে অমুসলিমদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করার জন্য নিজের অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন অমুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে, বিশেষ করে সমাজ এবং বিচার সম্পর্কিত স্বাধীনতা অনুমোদন করেছে। রাসূলুল্লাহ স. তাঁর অনুসারীদের এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী যিম্মীদের (অমুসলিম নাগরিক) সাথে যদি তারা নিষ্ঠুর এবং অন্যায় আচরণ করে, তাহলে তিনি স্বয়ং শেষ বিচারের দিন তাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করবেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ স. তাঁর মৃত্যুশয্যায় এ কথা উল্লেখ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে,

احْفَظُونِي فِي ذِمَّتِي

অমুসলিম প্রজাদেরকে আমার দেয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে অব্যাহত রাখো।[১]

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রে বংশ, বর্ণ, জাতীয়তা, ভাষা, গোত্র বা ধর্মভিত্তিক সর্ব প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈষম্য বিলুপ্ত করা হয়েছিল। মদীনায় ৬২২ ঈসায়ী সালে রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদেরকে দেয়া হয়েছিল পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং জীবন, সম্পদ ও সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তা। তাঁর জারিকৃত মদীনা সনদের ন্যায় দলিলপত্রে ইহূদীদের এই সমস্ত অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আর তাঁর প্রেরিত চিঠির মাধ্যমে এ অধিকার প্রদত্ত হয়েছে নাজরানের খ্রিস্টানদের। সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স.

---

১. আবুল হাসান মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, খ. ১, পৃ. ২৮২; সাইয়িদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, খ. ২, পৃ. ৬৬৮

www.pathagar.com

এবং তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী খলীফাগণ[২] কর্তৃক স্থাপিত গৌরবময় দৃষ্টান্ত পরবর্তী মুসলিম শাসকদের জন্য আচরণ-বিধি তৈরি করেছে। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক অমুসলিমদের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি মানবেতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। অপরদিকে ইসলাম বিরোধীদের দ্বারা অমুসলিমদের ব্যাপারে মুসলিমদের সম্পর্কে অনেক বৈরী প্রচারণা করা হয়েছে। দাবী করা হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে ইসলাম হচ্ছে একটি পরমত অসহিষ্ণু ধর্ম, যা বিশ্বাসজনিত কারণে অমুসলিমদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করে থাকে। বলা হয়ে থাকে, মুসলিম শাসকগণের হাতে সংখ্যালঘুগণ অশোভন আচরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই শাসকরা তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করে, যা ন্যায়সঙ্গত নয়। এ সকল সমালোচকের মতে, অমুসলিম সংখ্যালঘুরা ইসলামী রাষ্ট্রে বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

এ বইটি লেখা হয়েছে অনেকগুলো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। প্রথমত, লেখা হয়েছে ইসলামের বিরোধীদের দ্বারা অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের আচরণ সম্পর্কে অসত্য প্রচারণার অবসান ঘটানো। দ্বিতীয়ত, অমুসলিম সংখ্যালঘুদের এই ভীতি দূর করা যে, মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের অধিকার খর্ব করা হবে। তৃতীয়ত, অমুসলিমদের সাথে আচরণের ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো বিশেষভাবে তুলে ধরা। চতুর্থত, ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম শাসকদের সংখ্যালঘুদের সাথে আচরণের প্রকৃত স্বরূপ উপস্থাপন করা এবং পরিশেষে, আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সংবিধানে অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে যে সব অধিকার দেওয়া উচিত, সেগুলোর রূপরেখা তুলে ধরা। এ লক্ষ্যসমূহ বইটিতে কতটুকু অর্জিত হয়েছে, তা এর পাঠকবৃন্দই ভালোভাবে বিচার করতে পারবেন।

বক্তব্যের সমাপ্তি টানার পূর্বে আমি আমার সহধর্মিণী ও সন্তানদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো, যারা এ বইটি লেখার জন্য আমাকে অবকাশ দিয়েছেন। আমি অবশ্যই আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করবো ঐসব লেখক ও বিজ্ঞজনের; এ বইটি রচনার ক্ষেত্রে যাদের অমূল্য লেখা থেকে অপরিসীম সাহায্য পেয়েছি ।

মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী
এম.এ; এল.এল.বি
১৬৯-এ/১, টাউনশীপ
লাহোর, পাকিস্তান

১ রমাযান, ১৪১৫ হিজরী
২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ ঈসায়ী

---

২. ইতিহাসে তাঁরা 'খুলাফায়ে রাশিদীন' বা 'সঠিক পথপ্রাপ্ত খলিফা' হিসেবে পরিচিত।

www.pathagar.com

অধ্যায় : এক

অমুসলিমদের সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা

একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদেরকে মুসলিম আইনজ্ঞগণ (ফকীহগণ) যিম্মী[৩] হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। ইসলামী রাষ্ট্র এবং অমুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যকার সম্পর্ক যে সমঝোতা বা চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তা 'আকদুয যিম্মাহ' (عقد الذمة) নামে পরিচিত।[৪] যিম্মীদেরকে 'নিরাপত্তাপ্রাপ্ত নাগরিক' বলা হয়ে থাকে। কারণ তাদের জীবন, সম্মান, সহায়-সম্পত্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করতে ইসলামী রাষ্ট্র বাধ্য। আল-কুরআনের শিক্ষা, রাসূলুল্লাহ সা. ও খুলাফায়ে রাশিদীনের অনুসৃত নীতি দ্বারা তাদের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এ কারণেই এগুলো পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়। এখন আসুন, এ অধ্যায়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত, রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস বা সুন্নাহ এবং রাসূলুল্লাহ সা. ও খুলাফায়ে রাশিদীনের দ্বারা অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত ও বাস্তবায়িত কিছু দলীল ও চুক্তির ওপর নজর বুলিয়ে নেই।

১. আল-কুরআনের আয়াতসমূহ

ক. ইসলামের অবতীর্ণ কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআন নিচের আয়াতসমূহে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছে,

﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

দীনের ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি তাগুত অর্থাৎ বাতিল শক্তি ও মতাদর্শকে অস্বীকার করে আল্লাহর (দেয়া জীবনাদর্শের) ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলো, সে যেন এমন এক শক্তিশালী রশি আঁকড়ে ধরলো, যা কখনো ছিঁড়ে যাবার নয়। আল্লাহ সব কিছুই শোনেন এবং জানেন।[৫]

---

৩. 'যিম্মী' শব্দটি আরবী। এটি 'যিম্মাহ' শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর মূল অর্থ দায়িত্বভার, সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও অধিকার প্রভৃতি। ইসলামের পার্থিব আইন-কানুন মেনে নেয়া এবং জিযিয়া আদায় করার শর্তে ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকদের জান-মাল ও ইযযত-আব্রুর নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে বলে তাদেরকে 'যিম্মী' বা 'আহলুয যিম্মাহ' বলা হয়। (ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল আছার*, খ. ২, পৃ. ১৬৮) - সম্পাদক

৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, *আস-সিয়ারুল কাবীর*, খ. ২, পৃ. ৫৩৭

৫. সূরা আল-বাকারাহ্ : ২৫৬

www.pathagar.com

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ - وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾

বলো, হে কাফিরগণ! আমি তার ইবাদাত করি না যার ইবাদাত তোমরা করো এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি। আর আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদাত তোমরা করে আসছো এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের জন্য, আমার দীন আমার জন্য।[৬]

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾

বলো, '(এটা সেই) সত্য তোমাদের (সবার) প্রতিপালকের নিকট থেকে যা প্রেরিত, সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।[৭]

খ. অমুসলিমদের প্রতি সদয় এবং ন্যায়পরায়ণভাবে আচরণের জন্য আল-কুরআন নিম্নরূপ নির্দেশনা দেয়,

﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ - إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃতও করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারা তো যালিম।[৮]

গ. আল-কুরআন তার অনুসরণকারীদের অমুসলিমদের (আহলে কিতাব) সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখার জন্য নিম্নক্ত আয়াতে অনুমতি দিয়েছে,

﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾

---

৬. সূরা আল-কাফিরূন : ১-৬

৭. সূরা আল-কাহ্‌ফ : ৯

৮. সূরা আল-মুমতাহিনাহ্ : ৮-৯

www.pathagar.com

আজ তোমাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করা হলো। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ (হালাল) ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্য বৈধ এবং মুমিন সতী-সাধ্বী নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সতী-সাধ্বী নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো ....।[৯]

ঘ. আল-কুরআন অমুসলিমদেরকে তাদের একান্ত ধর্মীয় বিধান অথবা নিজস্ব আইনের মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক বিষয় মীমাংসা করার জন্য নিম্নক্ত আয়াতে অনুমতি দিয়েছে,

﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ﴾

তারা তোমাকে কেমন করে বিচারকরূপে মেনে নেবে, অথচ তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে। সেখানেও তো (বিচার-আচার সংক্রান্ত) আল্লাহর বিধান আছে।[১০]

﴿ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾

ইনজীলের অনুসারীগণ যেন আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিচার-ফয়সালা করে।[১১]

ঙ. আল-কুরআন কোনোরূপ অসহিষ্ণুতার অনুমতি দেয় না। অবিশ্বাসীদের ধর্মকে উপহাসও করা যাবে না কিংবা তাদের দেবতা ও উপাসনার বিষয়বস্তুকে ভর্ৎসনাও করা যাবে না। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্ তা'আলাকেও গালি দেবে।[১২]

এমন কি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর অনুসারীদেরকে অবিশ্বাসীদের প্রতি দয়ালু ও শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে তাদের প্রতি কোনোরূপ আক্রমণাত্মক পন্থা অবলম্বন এবং আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার না করতে। এ বিষয় আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

৯. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৫
১০. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৩
১১. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৭
১২. সূরা আল-আন'আম : ১০৮

www.pathagar.com

তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে যুক্তিতর্ক করো সর্বোত্তম উপায়ে।[১৩]

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

তোমরা সর্বোত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবের সাথে যুক্তিতর্ক করবে না।[১৪]

চ. আল-কুরআন অমুসলিমদের জবরদস্তিমূলকভাবে ইসলামের ছায়াতলে আনার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছে,

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾

দীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।[১৫]

﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴾

কেবল প্রচার করাই রাসূলের কর্তব্য।[১৬]

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾

আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা শিরক করতো না। আর আমরা তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি, আর তুমি তাদের অভিভাবকও নও।[১৭]

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾

তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে?[১৮]

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾

বলো, হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট সত্য এসেছে। সুতরাং যে সৎপথ অবলম্বন করবে, সে তো নিজেরই কল্যাণের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যে পথভ্রষ্ট হবে, সে তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য। আর আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।[১৯]

---

১৩. সূরা আন-নাহল : ১২৫
১৪. সূরা আল-'আনকাবূত : ৪৬
১৫. সূরা আল-বাকারাহ্ : ২৫৬
১৬. সূরা আল-মায়িদাহ : ৯৯
১৭. সূরা আল-আন'আম : ১০৭
১৮. সূরা ইউনুস : ৯৯
১৯. সূরা ইউনুস : ১০৮

www.pathagar.com

ছ. আল-কুরআনের মতে, প্রত্যেকেই স্বীয় কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী হবে এবং কেউ অন্য কারো দায়িত্বের বোঝা বহন করবে না। সুতরাং জোরজবরদস্তি করে অন্যদেরকে সংশোধন করাতে কোনো কল্যাণ নেই। অতএব, মুসলিম অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে- এটা হবে একটি ইসলাম গর্হিত কাজ। আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

যারা বিশ্বাস করে, যারা ইহূদী হয়েছে এবং খ্রিস্টান ও সাবিঈন, যারা আল্লাহ তা'আলা ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[২০]

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

ওরা ছিল একটি জাতি, যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের, তোমরা যা অর্জন করেছো তা তোমাদের। তারা যা করতো, সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।[২১]

﴿ مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ﴾

যে সৎপথ অবলম্বন করবে, সে তো নিজেরই কল্যাণের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যে পথভ্রষ্ট হবে, সে তো নিজেরই ধ্বংসের জন্য তা করবে এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না। আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।[২২]

২. রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীসসমূহ

রাসূলুল্লাহ স.-এর নিম্নোক্ত হাদীসসমূহে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, কীভাবে রাসূলুল্লাহ স. যিম্মীদেরকে প্রদত্ত অঙ্গীকারসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁর অনুসারীদেরকে বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন এবং তাদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করতে বলেছেন।

---

২০. সূরা আল-বাকারাহ্ : ৬২

২১. সূরা আল-বাকারাহ্ : ১৩৪

২২. সূরা বানী ইসরাঈল : ১৫

www.pathagar.com

ক.

لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ. فَلاَ تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكُمْ.

সম্ভবত তোমরা কোনো জাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, বিজয়ীও হবে এবং সে জাতি নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততির প্রাণ রক্ষার্থে তোমাদের মুক্তিপণ দিতে চাইবে, তাহলে তোমরা নির্ধারিত মুক্তিপণের বাইরে সামান্য পরিমাণও বেশি নেবে না। কেননা, এটা তোমাদের জন্য বৈধ হবে না।[২৩]

খ.

أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অবিচার করলো কিংবা তার অধিকার খর্ব করলো বা তাকে তার সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট দিলো অথবা তার সন্তুষ্টি ছাড়াই কোনো কিছু তার কাছ থেকে আদায় করে নিলো, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন (আল্লাহর দরবারে) আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।[২৪]

গ.

احْفَظُونِي فِي ذِمَّتِي

অমুসলিম প্রজাদেরকে আমার দেয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে অব্যাহত রাখো।[২৫]

৩. ঐতিহাসিক দলীলপত্র

নিম্নোক্ত দলীলপত্র ও চুক্তিসমূহ, যা রাসূলুল্লাহ স. এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত খুলাফায়ে রাশিদীন অমুসলিমদের সাথে সম্পাদন করেছেন, সেগুলো বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছাড়াই একথা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে যে, ইসলাম তাদেরকে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদা প্রদান করেছে।

ক. হিজরী ১ সালে (৬২২ ঈসায়ী) রাসূলুল্লাহ স. মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' নামে পরিচিত একটি দলীল বা

---

২৩. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-খারাজ, পরিচ্ছেদ: তা'শীরু আহলিয যিম্মাহ ..., হাদীস নং- ৩০৫৩

২৪. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-খারাজ, পরিচ্ছেদ: তা'শীরু আহলিয যিম্মাহ ..., হাদীস নং- ৩০৫৪

২৫. রাসূলুল্লাহ স. তাঁর মৃত্যুশয্যায় এরূপ মন্তব্য করেছেন বলে জানা গেছে। (মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, খ. ১, পৃ. ২৮২; সাইয়িদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, খ. ২, পৃ. ৬৬৮)

www.pathagar.com

সংবিধান জারী করেন। মদীনার ইহূদীদের সাথে সম্পর্কিত এই সনদের একটি অংশ নিম্নরূপ,

"ইহূদীদের মধ্যে যে কেউ আমাদের অনুসরণ করবে, সে আমাদের সাহায্য এবং সমবেদনা লাভ করবে। তাদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করা হবে না অথবা তাদের কোনো শত্রুকেও সাহায্য করা হবে না। ইহূদীরা তাদের ধর্ম রক্ষা করবে এবং মুসলিমরা তাদের ধর্ম প্রতিপালন করবে। ইহূদীদের এবং তাদের অনুগামীদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন ও অন্যায় ব্যবহার করে, যা পাপ কাজ; তারা কেবল নিজেদের ও তাদের পরিবারবর্গেরই ক্ষতি করছে। এ চুক্তির আওতাভুক্ত কোনো দলের সাথে কেউ যুদ্ধ করলে সকলেই সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ আক্রান্ত দলকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এ চুক্তির অংশীদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক কল্যাণ কামনা, কল্যাণ চিন্তা ও পরস্পরের উপকার সাধনের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্যায়ের ওপর নয়। কোনো ব্যক্তি তার মিত্রের কারণে অপরাধী বিবেচিত হবে না। মযলুমকে সাহায্য করা হবে। এ চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য ইয়াসরিব (মাদীনা) পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য হবে অর্থাৎ এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হত্যা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ থাকবে। প্রত্যেক দলের নিরাপত্তা-আশ্রিত ব্যক্তিরা চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মতোই নিরাপত্তা ভোগ করবে। তবে তাদের মধ্যে কেউ কারো ক্ষতি করলে কিংবা কোনো পাপ কাজ করলে ভিন্ন কথা। তা ছাড়া চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর অনুমতি ব্যতীত এ চুক্তির কোনো ধারাই লঙ্ঘন করা যাবে না।"[২৬]

খ. রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক নাজরানের খ্রিস্টানদের কাছে প্রেরিত এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত পত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নরূপ,

"নাজরান ও সংলগ্ন এলাকার (খ্রিস্টানদের) উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত নিরাপত্তা এবং তাঁর রাসূলের স. প্রতিশ্রুতি তাদের জীবন, ধর্ম ও ধন-সম্পত্তির জন্য সম্প্রসারিত করা হলো। উপস্থিত, অনুপস্থিত ও আশেপাশে

---

২৬. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ. ১, পৃ. ৫০২

وَإِنَّ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالأُسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلا مُتَنَاصَرِينَ، .. عَلَيْهِمْ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ إِلا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنَّهُ لا يُوتِغُ إِلا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النُّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ دُونَ الإِثْمِ وَإِنَّهُ لَمْ يَأْثَمْ امْرِئٌ بِحَلِيفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍ وَلا آثِمٌ وَإِنَّهُ لا يُجَارُ حُرْمَةٌ إِلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ،

www.pathagar.com

রয়েছে এমন সবার ক্ষেত্রেই এসব প্রযোজ্য। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা আচার-অনুষ্ঠানাদি পালনে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না। কিংবা তাদের অধিকার বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধায় কোনোরূপ পরিবর্তনও আনা হবে না। কোনো বিশপকে তার পদ থেকে সরানো হবে না অথবা কোনো সন্ন্যাসীকে পৌরোহিত্য থেকে অপসারণ করা হবে না এবং তারা ইতঃপূর্বে কম-বেশি যা কিছু ভোগ করতো তা আগের মতোই বজায় থাকবে। তাদেরকে নির্যাতন করা অথবা দাবিয়ে রাখা হবে না। জাহিলী যুগের রক্তের মূল্যও তাদের ওপর বর্তাবে না। তাদের ফসলের ওপর 'উশর (এক-দশমাংশ)ও ধার্য করা হবে না অথবা সেন্যবাহিনীর জন্য রসদের ব্যবস্থাও তাদেরকে করতে হবে না। তাদের এলাকায় সেন্যশিবির স্থাপন করা হবে না।..."[২৭]

গ. উমর রা.-এর খিলাফতের সময় (৬৩৮ ঈসায়ী সাল) জেরুযালেম মুসলিমদের নিকট সমর্পণ করা হয়েছিল যে চুক্তি বলে, তার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ,

"পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে। এটাই হলো সেই সনদ যা আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন উমর ঈলিয়া (অর্থাৎ জেরুযালেম)বাসীদের জন্য মঞ্জুর করেছেন। তিনি তাদের প্রাণ এবং সম্পত্তি, তাদের গির্জাসমূহ ও ক্রুশ এবং যারা ক্রুশ স্থাপন ও প্রদর্শন এবং তাকে সম্মান করে থাকে, তাদের হেফাযতের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। তাদের গির্জাসমূহকে বাসগৃহে পরিণত অথবা ধ্বংস করা হবে না। কেউ তাদের মালিকানাধীন কোনো কিছুই বাজেয়াপ্ত করবে না, এমনকি ক্রুশও না। ধর্মীয় বিষয়ে কোনোরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে না। ইহূদীদের কেউ ঈলিয়াতে খ্রিস্টানদের সাথে একত্রে বসবাস করতে পারবে না এবং সেখানে যারা বসবাস করবে, তাদেরকে মাদা'য়িনের বাসিন্দাদের মতো কর প্রদান করতে হবে। রোমান ও দস্যুদেরকে শহর

---

২৭. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৭৯, পৃ. ৭২; বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৭৭ -৭৮; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ৫, পৃ. ৪৮৫

ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أنفسهم، وملتهم، وأرضهم، وأموالهم، وغائبهم، وشاهدهم، وغيرهم، وبعثهم، وأمثلتهم ، لا يغير ما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم وأمثلتهم، لا يفتن أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا واقه من وقاهيته، على ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس عليهم رهق ولا دم جاهلية، ولا يحشرون ولا يعشرون، ولا يطأ أرضهم جيش، من سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران، ومن أكل منهم ربا من ذى قبل فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر، ولهم على ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي أبدا حتى يأتي أمر الله، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم، غير مكلفين شيئا بظلم.

www.pathagar.com

ছেড়ে চলে যেতে হবে। তবে একটি নিরাপদ স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তারা ভালো আচরণ লাভ করবে। তথাপি যারা থেকে যাওয়াই পছন্দ করবে, তারা সেখানকার অন্যদের মতো একই রকম কর দেয়ার শর্তে থাকতে পারবে। যদি ঈলিয়ার কোনো ব্যক্তি রোমানদের সাথে চলে যেতে চায় তাদের মালপত্র নিয়ে এবং তাদের গির্জা ও ক্রুশ পরিত্যাগ করে, তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা মঞ্জুর করা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিরাপদ কোনো জায়গায় গিয়ে পৌঁছে। শহরে বহিরাগতরাও কর প্রদানের একই শর্তে থাকতে পারবে অথবা তারা ইচ্ছা করলে রোমকদের সাথে তাদের দেশে বা এলাকায় ফিরে যেতে পারে। এই চুক্তিনামায় যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত বিষয় এবং রাসূলুল্লাহ স., খুলাফায়ে রাশিদীন ও সকল মু'মিনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যদি তারা তাদের জিযিয়া আদায় করতে থাকে।"[২৮]

ঘ. সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্‌ক অধিকার করার সময়ে বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ রা. নিম্নোক্ত ঘোষণা জারী করেছিলেন,

"পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা'র নামে। খালিদ বিন ওয়ালীদ দামেশ্‌কের অধিবাসীদের জন্য যা মঞ্জুর করবেন, যদি তিনি সেখানে প্রবেশ করেন, তা এই যে, তিনি তাদের জীবন, সম্পদ এবং গির্জার নিরাপত্তা বিধানের প্রতিজ্ঞা করছেন। তাদের নগর-প্রাচীর ধ্বংস করা হবে না। আর না তাদের বাসস্থানে থাকতে দেয়া হবে কোনো মুসলিমকে। এভাবে আমরা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অঙ্গীকার এবং তাঁর রাসূল স., খলীফাগণ রা. এবং ঈমানদারদের পক্ষ থেকে হেফাযত প্রদান করছি।

---

২৮. ইবনু জারীর আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ২, পৃ. ৪৪৯

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية.

www.pathagar.com

যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কর প্রদান করে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে ভালো ছাড়া মন্দ আচরণ করা হবে না।"[২৯]

৬. খলীফা উমর বিন আবদুল আযীয রহ. কর্তৃক তাঁর একজন গভর্নরের কাছে লিখিত একটি চিঠি, যা ড. হামীদুল্লাহ উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে,

"সর্বাধিক দয়ালু, যিনি সর্ব দয়ার অধিকারী সেই আল্লাহ্ তা'আলা'র নামে। আল্লাহ তা'আলা'র বান্দাহ আমীরুল মুমিনীন উমর (ইবনে আবদুল আযীয) -এর পক্ষ থেকে গভর্নর আদী ইবনে আরতাত এবং তাঁর সঙ্গী মুমিন-মুসলিমদের উদ্দেশ্যে। তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, জিযিয়া কেবল সেসব লোক থেকেই উসুল করা হবে. যারা ইসলাম গ্রহণ না করে ঔদ্ধত্যের সাথে কুফরকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে এবং নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। কাজেই তাদের যে সব লোক জিযিয়ার ভার বহন করতে সক্ষম তাদের ওপর জিযিয়া নির্ধারণ করো এবং সুন্দররূপে তাদের কার্যাদি নির্বাহ করো এবং যমীন আবাদ করো। এতে একদিকে মুসলিমদের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধিত হবে, অপরদিকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করা যাবে। তবে লক্ষ্য রাখবে, যিম্মীদের মধ্যে কেউ যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তার শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং আয়-উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে মুসলমানদের বাইতুল মাল থেকে তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করো। বিষয়টা এমন যে, তোমাদের কোনো ভৃত্য যদি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়, তার শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং আয়-উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে তাকে তার মৃত্যু পর্যন্ত কিংবা তাকে আযাদ করে দেয়া পর্যন্ত তার খোরপোষের ব্যবস্থা করতে হয়।"[৩০]

---

২৯. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ১৪৪

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها: أعطاهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا يسكن شئ من دورهم. لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين لا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية

৩০. আবূ 'উবাইদ, *আল-আমওয়াল*, পৃ. ৫৭; সাল্লাবী, *'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয*, খ. ৩, পৃ. ৩২৮

أما بعد، فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عنها، وخسراناً مبيناً، فضع الجزية على من أطاق حملها، وخل بينهم وبين عمارة الأرض، فإن في ذلك صلاحاً لمعاش المسلمين، وقوة على عدوهم، وانظر من قبلك من أهل الذمة ممن قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فلو أن رجلاً من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق.

www.pathagar.com

অধ্যায় : দুই

ইসলাম প্রদত্ত অমুসলিমদের অধিকার অলঙ্ঘনীয়

যদি আল্লাহ তা'আলা'র প্রতি ঈমানদার কেউ অথবা পুঁজিবাদী কেউ কমিউনিস্ট দেশে বহিরাগত হিসেবে গণ্য হয়, একজন কালো চামড়ার লোক শ্বেতাঙ্গদের দেশে (যেখানে বর্ণের ভিত্তিতে সামাজিক পৃথকীকরণ রয়েছে) অথবা ইতালিতে একজন অ-ইতালিয়ান গণ্য হয় বহিরাগত বলে, তাহলে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। তেমনি ইসলামের দেশেও একজন অমুসলিমকে বহিরাগতরূপে গণ্য করা হয়। তবে ধারণা বা দৃষ্টিকোণ ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকেই স্বীয় গ্রুপের লোকদের এবং অন্যদের মধ্যে কোনো না কোনো পার্থক্য করে থাকে। অন্য সব রাজনৈতিক অথবা সামাজিক ব্যবস্থার ন্যায় ইসলামও আত্মীয় এবং অনাত্মীয়ের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে।[৩১]

এতে কোনো সন্দেহ নেই, একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মুসলিম ও অমুসলিম হিসেবে মূল্যায়ন করে থাকে। কিন্তু এটা কোনোভাবেই সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন অথবা তাদের অধিকার খর্ব করার জন্য নয়। এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান এবং ইসলামী শরী'আহ্ কর্তৃক প্রদত্ত তাদের অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা বিধান। ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের রক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করে (যাদের নিরাপত্তা-আশ্রিত ও সুরক্ষিত ব্যক্তি অথবা 'যিম্মী' বলা হয়ে থাকে) এবং এই দায়িত্বভার বা চুক্তি একবার গৃহীত হলে আর ভঙ্গ করা যায় না।

অন্যদিকে, যিম্মীদের এই চুক্তি বা যিম্মা পরিত্যাগ করার অধিকার আছে যখনই তারা এটা করতে ইচ্ছা করে। একজন যিম্মী কোনো মুসলিমকে হত্যা করার মতো মারাত্মক অপরাধ করতে পারে, 'জিযিয়া' দিতে অস্বীকার করতে পারে, একজন মুসলিম মহিলার ওপর ভয়াবহ হামলা চালাতে পারে, কিন্তু যিম্মার যে অধিকার তাকে প্রদান করা হয়েছে, তা ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যাহার করতে পারে না, যদিও রাষ্ট্রের আইনানুসারে সে যে অপরাধ করেছে, তাকে তার শাস্তি ভোগ

---

৩১. ড. হামীদুল্লাহ, *ইনট্রোডাকশন টু ইসলাম*

www.pathagar.com

করতে হবে। কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেই এই রক্ষাকবচের সুবিধা থেকে সে বঞ্চিত হতে পারে।[৩২] ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচনা করা হবে।

প্রসঙ্গত, এটা উল্লেখ করা গুরুত্বহীন হবে না যে, ইসলাম কর্তৃক অমুসলিমদেরকে যেসব অধিকার মঞ্জুর করা হয়েছে, সেগুলো অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র। শাসক অথবা পার্লামেন্ট এগুলো সংশোধন করতে পারে না। তদুপরি অমুসলিমদের অধিকারসমূহ যে ইসলামী আইন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, তা খোদায়ী উৎস হওয়ার কারণে অন্য যে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ আইনের চেয়ে বেশি স্থায়ী। সুতরাং অমুসলিমরা এরূপ কোনো শঙ্কা অনুভব করে না যে, কোনো সাধারণ নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের কারণে এই আইন পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং তাদের জন্য সৃষ্টি হবে সমস্যা।

ইসলামী রাষ্ট্রের সব সরকারই অমুসলিমদের জন্য প্রণীত আইনসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সেগুলো অনুসরণ করতে সমভাবে বাধ্য। এর বিপরীতে, অনৈসলামিক রাষ্ট্রসমূহে সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রদানের আইনসমূহ স্থায়ী অথবা অলঙ্ঘনীয় নয়। এগুলো স্থায়ী হতে পারে না। কারণ, প্রায়শ নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব আইনও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এগুলো অলঙ্ঘনীয়ও নয়। কারণ, কোনো ধর্মীয় পবিত্রতার মর্যাদা এ ক্ষেত্রে প্রদান করা হয় না। ফলে তথাকথিত জাতীয় জরুরী অবস্থার মতো নানান অজুহাতে এই আইনসমূহ স্থগিত, বাতিল অথবা লঙ্ঘিত হতে পারে ।

---

৩২. ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রা'য়িক*, খ. ৫, পৃ. ১২৪-৭

www.pathagar.com

অধ্যায় : তিন

অমুসলিমদের শ্রেণীবিন্যাস

মুসলিম আইনজ্ঞগণ (ফুকাহা) ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের তিনটি শ্রেণীতে বিন্যাস করেছেন।

১. যারা কোনো সন্ধি অথবা চুক্তির আওতায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা;
২. যারা মুসলিমদের দ্বারা কোনো যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাষ্ট্রের প্রজা হয়েছে এবং
৩. যারা অন্যভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছে।

এই তিন শ্রেণীর অমুসলিমদের অধিকার কিন্তু একই রকম। অবশ্য প্রথম দুই শ্রেণীর জন্য কিছু বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। সব শ্রেণীর অমুসলিমদের অধিকার সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে এগুলোর উল্লেখ প্রয়োজন।

যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে কোনো যুদ্ধ অথবা যুদ্ধ ছাড়াই সন্ধি অথবা সুনির্দিষ্ট চুক্তিতে উপনীত হয়, তাদেরকে 'চুক্তিবদ্ধ নাগরিক' (মু'আহাদ) বলা হয়ে থাকে। ইসলাম বিধান দিয়েছে যে, তাদের বিষয়ে সব সিদ্ধান্ত চুক্তির শর্ত মোতাবেক অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম ধর্মের অনুসারীগণ কর্তৃক যখন একবার কোনো সম্প্রদায় বা দলের সাথে চুক্তির শর্তাবলি সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন তাদেরকে সেগুলো পুরোপুরি মেনে চলতে হবেই। এমনকি পরবর্তীকালে এসব শর্ত অপছন্দনীয় বলে প্রতীয়মান হলেও অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে মুসলিমরা বাধ্য।

আল-কুরআন বলেছে,

﴿ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾

অবশ্য যে ব্যক্তি তার অঙ্গীকার পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করে চলে এবং (সে ব্যাপারে) সাবধানতা অবলম্বন করে, (তাদের জন্য সুখবর হলো), আল্লাহ তা'আলা সাবধানতা অবলম্বনকারী মুত্তাকী লোকদেরকে ভালোবাসেন।[৩৩]

---

৩৩. সূরা আলে ইমরান : ৭৬

www.pathagar.com

মু'মিনদের গুণাবলি উল্লেখ করে আল-কুরআন বলেছে,

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

এবং যারা তাদের আমানত ও চুক্তি রক্ষা করে।[৩৪]

রাসূলুল্লাহ স. তাঁর অনুসারীদেরকে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন যিম্মীদের সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার জন্য।

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ. فَلاَ تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكُمْ.

সম্ভবত তোমরা কোনো জাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, বিজয়ীও হবে এবং সে জাতি নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততির প্রাণ রক্ষার্থে তোমাদের মুক্তিপণ দিতে চাইবে, তাহলে তোমরা নির্ধারিত মুক্তিপণের বাইরে সামান্য পরিমাণও বেশি নেবে না। কেননা, এটা তোমাদের জন্য বৈধ হবে না।[৩৫]

অন্য এক উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ স. তাঁর অনুসারীদেরকে যিম্মীদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন,

أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অবিচার করলো কিংবা তার অধিকার খর্ব করলো বা তাকে তার সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট দিলো অথবা তার সন্তুষ্টি ছাড়াই কোনো কিছু তার কাছ থেকে আদায় করে নিলো, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন (আল্লাহর দরবারে) আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।[৩৬]

আল-কুরআন এবং সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনার প্রেক্ষাপটে এটাই সমীচীন যে, যিম্মীদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকার মুসলিমদেরকে যে কোনো মূল্যে অথবা যে কোনো অবস্থায় পূরণ করতে হবে। কখনো একতরফাভাবে

---

৩৪. সূরা আল-মা'আরিজ : ৩২

৩৫. আবু দাউদ. *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-খারাজ, পরিচ্ছেদ: তা'শীরু আহলিয যিম্মাহ ..., হাদীস নং- ৩০৫৩

৩৬. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-খারাজ, পরিচ্ছেদ: তা'শীরু আহলিয যিম্মাহ ..., হাদীস নং- ৩০৫৪

www.pathagar.com

এবং খেয়াল-খুশি মাফিক এই রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকদের সাথে এর সম্পাদিত চুক্তির শর্তাদি পরিবর্তন করতে পারে না। তাদের অধিকারসমূহ খর্বও করা যাবে না কিংবা তাদের উপর আরোপিত করের পরিমাণ বৃদ্ধি করাও যাবে না। তাদের মালামাল থেকে বঞ্চিতও করা যাবে না এবং তাদের ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত আইনে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. (১১৩-১৮২ হি.) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'কিতাবুল খারাজ'-এ লিখেছেন,

> আমরা তাদের কাছ থেকে কেবল তাই নেবো, যা শান্তি স্থাপনকালে দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয়েছে। চুক্তির সকল শর্ত কঠোরভাবে পালন করতে হবে এবং এতে কোনো সংযোজনের অনুমতি দেয়া হবে না।[৩৭]

মুসলিম সেনাদলের হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে যেসব ব্যক্তি তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে, তারা হলো অন্য এক শ্রেণীর যিম্মী। এসব অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়ে তাদের জীবন, সম্মান ও সহায়-সম্পদ রক্ষা করে। ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক জিযিয়া গ্রহণ তাদের জীবন, সম্মান ও সম্পদের পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্র অথবা এর মুসলিম নাগরিকদের কোনো অধিকারই নেই বিজিত অমুসলিমদের অধিকার লঙ্ঘনের। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর রা. মুসলিম সেন্যবাহিনীর অধিনায়ক আবু ওবায়দা রা.-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন,

> যে মুহূর্তে আপনি তাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করবেন, সেই মুহূর্তেই তাদের অথবা তাদের সম্পদের উপর কর্তৃত্ব হারাবেন।[৩৮]

---

৩৭. ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১২৪

... حتى لا يتعدوه إلى ما سواه، ولا يأخذوا من لم تر الجزية واجبة عليه بشئ، ولا يقصدوا بظلم ولا تعسف.

৩৮. ইবনু জারীর আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ২, পৃ. ৪৪৯

এ অর্থে রাসূলুল্লাহ স. -এর বহু হাদীসও পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেন,

....فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ

"...যদি তারা (অমুসলিম প্রতিপক্ষ) তোমার (জিযিয়া দেওয়ার প্রস্তাবে) সাড়া দেয়, তাহলে তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করো এবং তাদের (জান-মালের) ওপর যে কোনোরূপ আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকো।" (ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায়: আল-জিহাদ ওয়াস সিয়ার, পরিচ্ছেদ: তা'মীরুল ইমামি ..., হা. নং: ৪৬১৯) - সম্পাদক

www.pathagar.com

অমুসলিমদের উপরোক্ত শ্রেণীবিন্যাস আইনজ্ঞগণ (ফকীহগণ) রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিবেচনার ভিত্তিতে করেছেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অমুসলিমদের শ্রেণীবিন্যাস কুরআনের শিক্ষার আলোকে করা যেতে পারে। তা হচ্ছে আহলে কিতাব (আসমানী কিতাবের অনুসারীরা) এবং অবিশ্বাসীগণ। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে ইহূদী ও খ্রিস্টানগণ আর অপর শ্রেণীটি হচ্ছে মূর্তি উপাসক (পৌত্তলিক), বহুত্ববাদী, প্রকৃতিপূজারী, নাস্তিক প্রভৃতি। অমুসলিমদের উভয় শ্রেণীই নাগরিক হিসেবে সমঅধিকার ভোগ করে। তবে ব্যক্তিগত জীবনে একজন মুসলিম তাদেরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিবেচনা করে। একজন মুসলিম আহলে কিতাবের খাদ্য[৩৯] খেতে পারে এবং তাদের মহিলাদের বিবাহ করতে পারে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের সাথে তার অনুরূপ সম্পর্ক রাখার অনুমতি নেই।

৩৯. এখানে 'খাদ্য' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের জবেহকৃত প্রাণীর গোশত। আহলে কিতাব ব্যতীত অন্যান্য অমুসলিমের জবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়।- সম্পাদক

www.pathagar.com

অধ্যায় : চার

অমুসলিমদের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মানের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মীদের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষাসহ যাবতীয় মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে ইসলাম। একজন যিম্মীর রক্তকে একজন মুসলিমের রক্তের মতোই অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে এক যিম্মীকে জনৈক মুসলিম হত্যা করেছিল। যখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে উত্থাপিত হয়, তিনি খুনির মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দিলেন এবং মন্তব্য করলেন,

أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ.

যে অমুসলিম নাগরিক তার চুক্তি রক্ষা করবে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই।[৪০]

আলী রা.-র শাসনকালে এক যিম্মীকে হত্যা করার জন্য একজন মুসলিমকে অভিযুক্ত করা হয়। যখন অভিযোগ প্রমাণিত হলো, আলী রা. অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দিলেন। যখন নিহত ব্যক্তির ভাই রক্তপণ গ্রহণ করে অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করলো, কেবল তখনই খলীফা অভিযুক্তকে মুক্তি দিতে সম্মত হলেন। সে সময় আলী রা. বলেছিলেন,

مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا وَدِيَتُهُ كَدِيَتِنَا.

যে ব্যক্তি আমাদের যিম্মী, তার রক্ত আমাদের রক্তের মতোই পবিত্র এবং তার দিয়াত (রক্তপণ)ও আমাদের দিয়াতের মতোই।[৪১]

অন্য এক সময় আলী রা. ঘোষণা দিলেন,

إِنَّمَا قَبِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ لِتَكُونَ أَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا وَدِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا

তারা যিম্মাহর চুক্তি এ জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে মেনে নিয়েছে যে, যাতে তাদের সম্পত্তি ও তাদের জীবন আমাদের (অর্থাৎ মুসলিমদের) সম্পদ ও জীবনের মতোই পবিত্র রূপে গণ্য হয়।[৪২]

---

৪০. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, অধ্যায়: দিয়াত, পরিচ্ছেদ: ইযা কাতালায যিম্মিয়া..., হাদীস নং- ২৮০৩১; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং- ১৫৬৯৯

৪১. শাফি'ঈ, *আল-মুসনাদ*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত ওয়াল কিসাস, হাদীস নং- ১৫৮৫

www.pathagar.com

এ কারণেই মুসলিম আইনবিশারদগণ মনে করেন, যদি কোনো মুসলিম একজন অমুসলিমকে হত্যা করে, তাহলে সেই মুসলিমকে একই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ অথবা রক্তপণ দিতে হবে, যা একজন মুসলিমকে একই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ অথবা রক্তপণ দিতে হবে যা একজন মুসলিমকে হত্যার কারণে প্রদান করতে হয়।[৪৩]

একজন যিম্মীর সম্মান ও মর্যাদা একজন মুসলিমের সমপর্যায়ের পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। 'রাদ্দুল মুহতার' গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন, একজন যিম্মীর অসুবিধা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার অসাক্ষাতে নিন্দা একজন মুসলিমকে অসাক্ষাতে নিন্দা করার মতোই নিষিদ্ধ।[৪৪] প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত আমানত বিধায় মানবজীবনকে দীন ইসলাম অত্যন্ত পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না।

ইসলামের আসমানী কিতাব আল-কুরআন সর্বপ্রথম মানুষ হত্যাকাণ্ডের (আদম আ.-এর পুত্র কাবীল তার ভাই হাবীলকে খুন করেছিল) নিন্দা করে বলেছে,

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾

এ কারণেই আমরা বনী ইসরাঈলের জন্য এ মর্মে বিধান দিলাম যে, কোনো হত্যাকাণ্ড বা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সংঘটনের কারণ ছাড়াই কেউ অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করলে সে যেন পুরো মানবজাতিকেই হত্যা করলো। আর কোনো ব্যক্তির প্রাণ যে রক্ষা করলো, সে যেন মানবজাতির সবার প্রাণ রক্ষা করলো।[৪৫]

---

৪২. 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *বাদাইয়ুছ ছানা'ই*, খ. ৭, পৃ. ১১১

৪৩. হানাফী ইমামগণ এ মত পোষণ করেন। (সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ২৬, পৃ. ৮৪-৫) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন, دية ذمي دية مسلم. "অমুসলিমদের দিয়াত মুসলিমদের দিয়াতের মতোই।" (বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৮, পৃ. ১০২, হাদীস নং: ১৬১৩০)

৪৪. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১৬, পৃ. ৮৫

وَتَحْرُمُ غِيبَتُهُ كَالْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ ، وَجَبَ لَهُ مَا لَنَا فَإِذَا حَرُمَتْ غِيبَةُ الْمُسْلِمِ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ بَلْ قَالُوا : إِنَّ ظُلْمَ الذِّمِّيِّ أَشَدُّ

'তার গীবত করা মুসলিমের গীবত করার মতোই হারাম। কেননা নিরাপত্তা-চুক্তির কারণে আমাদের অনুরূপ সকল অধিকার তার বেলায়ও কার্যকর হবে। কাজেই মুসলিমের গীবত করা হারাম হলে তার গীবত করাও হারাম গবে। অধিকন্তু, ইমামগণ বলেছেন যে, অমুসলিমের প্রতি অবিচার করা অধিকতর জঘন্য।'

৪৫. সূরা আল-মায়িদাহ : ৩২

www.pathagar.com

আল-কুরআনের এই আয়াত দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করে যে, মানবজীবন অত্যন্ত মূল্যবান। এটা এতই মূল্যবান যে, বিনা কারণে এমনকি এক ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডও সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করা বলে বিবেচিত হবে এবং একজন মাত্র মানুষের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মানের যে অধিকার মুসলিমরা অমুসলিম সংখ্যালঘুদের দিয়েছে, সে সম্পর্কে ড. হামীদুল্লাহ তাঁর 'ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন,

> প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন, সম্পদ এবং সম্মান তা তিনি দেশী হোন আর বিদেশীই হোন, ইসলামী ভূখণ্ডে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত। প্রচলিত একটি আইনগ্রন্থ হচ্ছে আল-হিদায়া। এই গ্রন্থে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি রয়েছে। তা হলো, "মানহানি নিষিদ্ধ। তা একজন মুসলিমকেই হোক অথবা একজন যিম্মীকে করা হোক না কেন।"

নির্ভরযোগ্য আইনজ্ঞ 'আল-বাহরুর রা'য়িক' গ্রন্থের প্রণেতা বলেন,

> عِظَامُ الْيَهُودِ لها حُرْمَةٌ إذا وُجِدَتْ في قُبُورِهِمْ كَحُرْمَةِ عِظَامِ الْمُسْلِمِينَ حتى لا تُكْسَرَ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَمَّا حَرُمَ ايذاؤه في حَيَاتِهِ لِذِمَّتِهِ فَتَجِبُ صِيَانَةً نَفْسِهِ عن الْكَسْرِ بَعْدَ مَوْتِهِ

> মুসলিমদের হাড়গোড়ের মতো ইহুদীদের হাড়গোড়েরও মান-মর্যাদা রয়েছে. যদি এগুলো তাদের কবরে পাওয়া যায়। কাজেই তাদের হাড়গোড়ও ভাঙ্গা যাবে না। কেননা চুক্তির কারণে একজন যিম্মীর জীবদ্দশায় যেহেতু তাকে যে কোনোরূপ কষ্ট দান করা নিষিদ্ধ, তাই তার মৃত্যুর পরও তার হাড়গোড়কে ভেঙ্গেচুরে অসম্মান করা থেকে রক্ষা করাও ওয়াজিব হবে।[৪৬]

যদি একজন মুসলিম একজন অমুসলিম মহিলার শ্লীলতাহানি করে, তাহলে সে একজন মুসলিম মহিলার শ্লীলতাহানির জন্য যেরূপ শাস্তির বিধান রয়েছে, অনুরূপ শাস্তি পাবে। মুসলিম আইনজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত।[৪৭]

খলীফা উমর রা.-এর সময়ে এক ইহূদীর এক খণ্ড জমি কয়েকজন মুসলিম অন্যায়ভাবে দখল করে এবং সেই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। এই খবর

---

৪৬. ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রা'য়িক*, খ. ২, পৃ. ২১০

৪৭. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ৯, পৃ. ৫৫-৬; শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, খ. ৬, পৃ. ১৫০
উল্লেখ্য যে, যদি কোনো অমুসলিম বিবাহিত ব্যক্তি কোনো মুসলিম মহিলার শ্লীলতাহানি করে, তা হলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক রহ. প্রমুখের মতে, অমুসলিমের ওপর রজমের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। তাঁদের মতে, রজমের শাস্তি প্রয়োগের জন্য ব্যভিচারীকে মুসলিম হতে হবে। - সম্পাদক

www.pathagar.com

শুনে খলীফা মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং ঐ জমি উক্ত ইহূদীকে ফিরিয়ে দিতে বলেন।[৪৮]

প্রফেসর কারদাহি (লেবাননের একজন খ্রিস্টান) ইসলামের ব্যক্তিগত ও আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে ১৯৩৩ সালে হেগে প্রদত্ত লেকচার সিরিজে বলেন, "ইহূদীদের ঐ ভবন 'বাইত আল-ইয়াহূদ' এখনো বিদ্যমান এবং অতি পরিচিত।"[৪৯] অন্য একটি আদর্শ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনে কাছীর ও অন্যরা। এই দৃষ্টান্ত দামেশকের জামে মসজিদের।

জনৈক উমাইয়া খলীফা[৫০] মসজিদ সম্প্রসারণ করার জন্য একটি গির্জা দখল করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে যখন খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তখন তিনি মসজিদের উক্ত অংশ ভেঙ্গে দেওয়ার এবং গির্জাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আদেশ জারি করেন। কিন্তু খ্রিস্টানরা নিজেরাই আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণই অধিক পছন্দ করলো। বিষয়টি এভাবে আপস-নিষ্পত্তি করা হলো।[৫১]

ড. হামীদুল্লাহর মতে, মুসলিম আইনজ্ঞগণ অমুসলিমদের বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন, যাতে তারা প্রতিবেশী মুসলিমদের সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বহিরাগতদের চেয়ে অগ্রাধিকার লাভ করে।[৫২]

---

৪৮. গোল্ডযিহার, *Introduction to Islamic Theology & Law* (অনু. 'আল-আকীদাতু ওয়াশ শারী'আতু ফিল ইসলাম, অনুবাদক: ড. মুহাম্মদ ইউসুফ মুসা ও অন্যান্য), কায়রো: দারুল কুতুবিল হাদীছাহ, ১৯৫৯, পৃ. ৪৭

৪৯. প্রাচ্যবিদ Porter তাঁর 'خمس سنين في دمشق' (দামেশকে পাঁচ বছর)- শীর্ষক গ্রন্থে বুসরার সন্নিকটে এ 'বাইতুল ইয়াহুদ' দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। (গোল্ডযিহার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭) - সম্পাদক

৫০. এখানে জনৈক উমাইয়া খলীফা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- ওয়ালীদ ইবনু 'আবদিল মালিক (৪৮-৯৬ হি.)। তিনি দামেশকের ইউহান্না গির্জা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।- সম্পাদক।

৫১. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ১৪৯

৫২. ইসলামী আইনের পরিভাষায় এ অধিকারকে 'শুফ'আহ' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ. -"ঘরের প্রতিবেশী ঘর খরিদ করার ক্ষেত্রে অধিকতর হকদার।" (আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ: আশ-শুফ'আহ, হা. নং: ৩৫১৯) এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রতিবেশী- চাই মুসলিম হোক কিংবা যিম্মী- তাকে না জানিয়ে ঘর বিক্রি করা সমীচীন নয়। যদি কেউ প্রতিবেশীকে না জানিয়ে তার ঘর বিক্রি করে দেয়, তা হলে সে বিক্রয়মূল্যে তা খরিদ করে নেয়ার অধিকার পাবে। - সম্পাদক

www.pathagar.com

অধ্যায় : পাঁচ

অমুসলিমদের ধর্ম পালন ও উপাসনার অধিকার

ইসলাম সকলের জন্যই ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিক; স্ত্রী বা পুরুষ, মুসলিম অথবা অমুসলিম যেই হোক, স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করতে পারে। এভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘুরা ইসলামী রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। কারণ, রাষ্ট্র তাদের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না এবং যারা ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম পালন করে, রাষ্ট্র তাদের প্রতি পরিপূর্ণ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে থাকে। ইসলামের আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন বলে,

﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾

ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই।[৫৩]

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ -وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ - وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ- لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾

বলো, হে কাফিরগণ! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা করো এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি। আর আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছো এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের জন্য, আমার দীন আমার জন্য।[৫৪]

উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। 'তোমাদের দীন তোমাদের কাছে এবং আমার দীন আমার কাছে।' আল-কুরআনের এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন। রাসূলুল্লাহ স. এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন এবং তার সব অমুসলিম প্রজাকেই ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমরা ইতোমধ্যেই মদীনা সনদের প্রাসঙ্গিক অংশগুলোতে দৃষ্টিপাত করেছি এবং নাজরানের

---

৫৩. সূরা আল-বাকারাহ্ : ২৫৬

৫৪. সূরা আল-কাফিরূন : ১-৬

www.pathagar.com

খ্রিস্টানদের কাছে রাসূলুল্লাহ স.-এর লেখা চিঠিও দেখেছি। সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি, মদীনার ইহূদী এবং খ্রিস্টানরা ইসলামী রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ এবং পুরোপুরি নিরাপত্তা লাভ করেছিল।

ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো অমুসলিমকে জবরদস্তি করে ইসলাম গ্রহণ করানো যাবে না। আল-কুরআন আমাদের বলেছে, রাসূলুল্লাহ স. আল্লাহ কর্তৃক তাঁর বার্তাবাহকরূপে প্রেরিত হয়েছেন। মানবজাতির জন্য সতর্ককারী হিসেবে; মানুষের পাহারাদার হিসেবে নয়। তাঁর কর্তব্য ছিল আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া; লোকদের জবরদস্তি করে ইসলামে দীক্ষিত করা নয়। রাসূলুল্লাহ স. তাঁর দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছেন এবং তিনি কখনো কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্য জবরদস্তি করেননি। তিনি তাঁর খলীফাগণকেও একই উপদেশ দিয়েছেন এবং ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামের প্রসার শান্তিপূর্ণ প্রচারের মাধ্যমেই ঘটেছে। কখনো বলপ্রয়োগ কিংবা তরবারি ব্যবহারের মাধ্যমে তা হয়নি।

বরাবরই মুসলিমরা অত্যন্ত উদার, বরং অতিশয় মহান ছিল। ফলে অমুসলিমগণ তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছে। যেসব নগর ও শহরে অমুসলিমরাই কেবল বসবাস করতো, সেখানে তারা প্রকাশ্যে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং সম্প্রদায়গত উৎসব কোনো বাধানিষেধ ছাড়াই পালন করতে পারতো।

সম্পূর্ণরূপে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্র যেরূপ প্রয়োজন মনে করে, তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে তেমন বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে। মুসলিম অধ্যুষিত শহর- অঞ্চলে যিম্মীদের সাধারণত ক্রুশ অথবা মূর্তিসহ শহর অঞ্চলে প্রকাশ্য মিছিল বের করা এবং বাজারে ও রাস্তায় শঙ্খ বাজানো থেকে বিরত রাখা হয়। তবে তাদের উপাসনাস্থলের সীমানার ভেতর অথবা তাদের ঘরের মধ্যে এসব আচার-অনুষ্ঠান কোনো ভীতি বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই তারা পালন করতে পারে।

ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানী রহ. বলেছেন,

وَلَا يُمْنَعُونَ من إظْهَارِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا من بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالصَّلِيبِ وَضَرْبِ النَّاقُوسِ فِي قَرْيَةٍ أو مَوْضِعٍ لَيْسَ من أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كان فيه عَدَدٌ كَثِيرٌ من أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ ذلك في أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَهِيَ التي يُقَامُ فيها الْجُمَعُ وَالْأَعْيَادُ وَأَمَّا إظْهَارُ فِسْقٍ يَعْتَقِدُونَ حُرْمَتَهُ كَالزِّنَا وَسَائِرِ الْفَوَاحِشِ التي هِيَ حَرَامٌ في دِينِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُمْنَعُونَ من ذلك سَوَاءٌ كَانُوا في أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ في أَمْصَارِهِمْ

www.pathagar.com

যে সমস্ত এলাকা সম্পূর্ণরূপে মুসলিম অধ্যুষিত নয়, সেখানে যিম্মীদের মদ বা শূকরের মাংস বিক্রি অথবা ক্রুশের মিছিল বের করা অথবা শঙ্খ বাজানোতে বাধা দেয়া হবে না, যদিও সেখানে প্রচুর সংখ্যক মুসলিম বসবাস করে। এসব বিষয় অবশ্য আপত্তিকর বলে গণ্য হবে সেখানে, যেখানকার শহর ও এলাকা সম্পূর্ণরূপে মুসলিম অধ্যুষিত অর্থাৎ যেখানে জুমুআ'র নামায, ঈদের নামায অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেসব কার্যকলাপ তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ীও নিষিদ্ধ (যেমন ব্যভিচার ও অন্যান্য অশ্লীল কর্মকাণ্ড) তাদেরকে সেসব কর্ম করা থেকে বিরত রাখা হবে, এমনকি তাদের নিজস্ব শহর ও বসতিতেও।[৫৫]

যিম্মীদের ছেলে-মেয়েদের নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। স্কুল স্থাপন এবং নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় প্রচারণা চালানোর স্বাধীনতাও তাদের রয়েছে। তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মের ভালো দিকগুলো প্রচার করতে পারবে। কিন্তু ইসলামের সমালোচনা অথবা অবমাননার কোনো অনুমতি দেয়া হবে না।[৫৬] সম্পূর্ণরূপে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অতীতে নির্মিত অমুসলিমদের উপাসনালয়সমূহ ধ্বংস করা হবে না। এসব স্থান যদি ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিধ্বস্ত হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলো মেরামত অথবা পুনঃনির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়েছে অমুসলিমদেরকে। কিন্তু এসব এলাকায় নতুন করে কোনো উপাসনালয় তৈরি করতে অনুমতি দেওয়া হবে না।

মুলকথা হলো, যে সমস্ত শহরে কেবল মুসলিমরাই বাস করে না, সেখানে এ ধরনের কোনো বিধিনিষেধ নেই। একইভাবে যেসব শহর ও নগর কেবল মুসলিম এলাকা হিসেবে পরিচিতি হারিয়েছে, সেখানে যিম্মীরা উপাসনার জন্য নতুন স্থাপনা তৈরি করতে পারে এবং প্রকাশ্যে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার অধিকার রাখে।

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন,

أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا صليب ولا ينفخ فيه بوق ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا خنزير وما كان من أرض صولحت صلحا فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم

---

৫৫. 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *বাদা'ইয়ুছ ছানা'ই*, খ. ৭, পৃ. ১১৩

৫৬. এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদেরকে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও ইসলামের জীবনদর্শন... প্রভৃতি বিষয়ে কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন মন্তব্য করা থেকে বারণ করা হবে। - সম্পাদক

www.pathagar.com

> যে সমস্ত শহর মুসলিমরা তৈরি করেছে, সেখানে যিম্মীদের উপাসনার জন্য নতুন কোনো গির্জা, উপাসনালয়, অগ্নিকুণ্ড ও ক্রুশ স্থাপন করা যাবে না এবং বাদ্য ও শঙ্খ ধ্বনি বাজাতে পারবে না, কোনো মার্কেট বা রাস্তায় মদ বা শূকরের মাংস প্রকাশ্যে বিক্রি করতে পারবে না। তবে সমঝোতার ভিত্তিতে অর্জিত ভূখণ্ডে মুসলিমগণ তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত পুরোপুরি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।[৫৭]

অমুসলিমদের ধর্মকর্ম পালন এবং উপাসনার স্থান সম্পর্কে প্রাথমিক যুগের ইসলামী সরকারসমূহের উদার মনোভাবের বিষয়টি তুলে ধরার জন্য 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব সীরাহ' থেকে উদ্ধৃত করা হলো,

> এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, আধুনিক ইতিহাসেও যার তুলনা প্রায় নেই, তা হলো, মিসর জয় করার পর খলীফা উমর রা. সতর্কভাবে খ্রিস্টানদের গির্জাসমূহের সম্পত্তি অটুট অবস্থায় রক্ষা করেছেন এবং ধর্মযাজকদের প্রতিপালনের জন্য পূর্ববর্তী সরকারের প্রদত্ত ভাতাদি অব্যাহত রাখেন।[৫৮]

প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের অধীনে খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করার সর্বোত্তম সাক্ষ্য দিয়েছে খ্রিস্টানরা নিজেরাই। তৃতীয় খলীফা উসমান রা. খিলাফতের সময় মার্বের খ্রিস্টান প্যাট্রিয়ার্ক ফারসের বিশপকে (নাম সিমিওন) উল্লেখ করে বলেছিলেন,

> আরবরা, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাজত্ব (পৃথিবী) দান করেছেন, কখনো খ্রিস্টান ধর্মকে আক্রমণ করে না। এর বিপরীতে বরং তারা আমাদের ধর্মীয় বিষয়ে সাহায্য করেছে। তারা আমাদের বিধাতা ও সাধুদেরকে শ্রদ্ধা করে এবং আমাদের গির্জাসমূহ ও মঠসমূহের জন্য উপঢৌকন প্রদান করেছে।

বিখ্যাত মনীষী সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন,

> অমুসলিম প্রজাদের নতুন গির্জা অথবা মন্দির তৈরি করায় বাধাদান করা হয়নি। কেবল মুসলিম অধ্যুষিত স্থানসমূহে এ ধরনের একটি আদেশ তত্ত্বগতভাবে বিদ্যমান ছিল যে, "নতুন কোনো গির্জা অথবা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে না।"

---

৫৭. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, অধ্যায় : আহলুল কিতাব, পরিচ্ছেদ : হাদমু কানা'য়িসিহিম..., খ. ৬, পৃ. ৬০, হাদীস নং- ১০০০২

৫৮. সৈয়দ আমীর আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম*, পৃ. ২৭৪

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন,

أيما مصر أعده العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة أو قال كنيسة .... وأيما مصر اتخذه العجم فعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم فيه ولا يكلفوهم ما لا طاقة لهم به.

আরবরা যে সব শহরকে বাসযোগ্য বানিয়েছে, সেখানে অনারব অমুসলিমরা নতুন কোনো উপাসনালয় বা গির্জা তৈরি করতে পারবে না। ... পক্ষান্তরে অনারবরা যে সব শহরকে আবাদ করেছে, সেখানে আরব মুসলিমদের কর্তব্য হলো, তাদের সাথে কৃত চুক্তির শর্তাবলি পুরোপুরি মেনে চলা এবং তাদেরকে সামর্থ্যের বাইরে কোনোরূপ কষ্ট না দেওয়া।[৫৯]

অবশ্য বাস্তবে এই নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। মামুনের শাসনকালে তার সাম্রাজ্যে এগারো হাজার গির্জার কথা শুনেছি, শত শত সিনাগগ (ইহূদী উপাসনাগৃহ) এবং অগ্নিউপাসকদের মন্দির ছাড়াও এই আলোকিত সম্রাট, যাঁকে খ্রিস্টানদের কঠোর শত্রু হিসেবে দেখানো হয়েছে, তার পরিষদে সাম্রাজ্যের সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মুসলিম, ইহূদী, খ্রিস্টান, সাবী এবং অগ্নি উপাসক, যেখানের খ্রিস্টান যাজকদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছিল সতর্কতার সাথে। বিন্দুমাত্র স্বেচ্ছাচারপূর্ণ আচরণও যাতে না ঘটে, সেজন্য কোনো মুসলিমকে যিম্মীর জমি ক্রয় করতেও দেয়া হতো না। ইমাম অথবা সুলতান কোনো যিম্মীকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না।

---

৫৯. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* খ. ৯, পৃ. ২০২, হাদীস নং- ১৮৭৯৪, ১৮৭৯৬

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের পারিবারিক আইন -১** ৬০০/-
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মন্ডলী কর্তৃক অনুদিত

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের পারিবারিক আইন -২** ৬৫০/-
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মন্ডলী কর্তৃক অনুদিত

আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন-১** ৬৫০/-
-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মন্ডলী কর্তৃক অনুদিত

ইসলামী আইনের উৎস ৩০০/-
-মুহাম্মদ রুহুল আমিন

ইসলামী দণ্ডবিধি (১ম খণ্ড) ৩০০/-
-ড. আবদুল আযীয আমের

দি ইমারজেন্স অফ ইসলাম ৩৫০/-
-ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস ৩০০/-
-মোহাম্মদ আলী মনসূর

পঞ্চম সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল এবং প্রাসঙ্গিক জটিলতা ২৫০/-
-মোবায়েদুর রহমান

মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি ১২০/-
-ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর রিযকী

ফতোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজন ১০০/-

ইসলামী শরীয়ত ও বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ৫০/-
-ড. আলী আত্ তানতাভী ও ড. জামাল উদ্দীন আতিয়া

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর পর্যালোচনা ও সংশোধনী প্রস্তাব ৪০/-
-ড. মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ও অন্যান্য

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান ৩০০/-
-নোয়াহ ফেল্ডম্যান

ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা ২০০/-
-ড. আহমদ আলী

Crime Prevention In Islam ৪০০/-

www.pathagar.com

অধ্যায় : ছয়

বল প্রয়োগে অমুসলিমদের ধর্মান্তরিত করার অনুমতি নেই

রাসূলুল্লাহ স.-কে আল্লাহ মানবজাতিকে সত্য পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁর বার্তাবাহক হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী প্রচারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। জোরজবরদস্তির সাথে লোকজনকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য তিনি আসেননি। তিনি ছিলেন একজন বার্তাবাহক ও সতর্ককারী; মানুষের পাহারাদার নন। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে আল-কুরআন বিষয়টি স্পষ্ট করেছে,

﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾

জেনে রাখো, (আমার বাণীর) সুস্পষ্ট প্রচারই আমাদের রাসূলের কর্তব্য।[৬০]

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِين ﴾

অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার কর্তব্য (হে মুহাম্মদ স.) কেবল স্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়া।[৬১]

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾

বলো, সত্য তোমাদের (সবার) প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত। এরপর যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করুক...।[৬২]

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلا الْبَلاغُ ﴾

কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (জেনে রাখো) তোমাকে তো আমি তাদের ওপর পাহারাদার করে পাঠাইনি। তোমার কাজ তো কেবল (বাণী) প্রচার করে যাওয়া।[৬৩]

﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ - لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾

তাদেরকে তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকো। কারণ তুমি তো কেবল একজন উপদেশদানকারী মাত্র। তুমি তো তাদের ওপর বলপ্রয়োগকারী নও।[৬৪]

---

৬০. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৯২
৬১. সূরা আন-নাহ্ল : ৮২
৬২. সূরা আল-কাহ্ফ : ২৯
৬৩. সূরা আশ-শূরা : ৪৮
৬৪. সূরা আল-গাশিয়াহ্ : ২১-২২

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ স.-কে আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট উপদেশ প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই পাঠানো হয়েছিল। কেউ তা বিশ্বাস করলো কি-না, তা দেখা তাঁর দায়িত্ব ছিলো না। সুতরাং কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।[৬৫] তাই আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ এই মিথ্যা প্রচারণাকে দূরীভূত করে যে, ইসলাম অবিশ্বাসীদেরকে বলে, হয় ধর্মান্তরিত হও; না হয় তলোয়ারের শিকার হও।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলাম প্রচারের মাধ্যমেই প্রসারিত হয়েছে; জোরজবরদস্তি অথবা তলোয়ারের দ্বারা নয়। এমনকি কেউ একটি উদাহরণও দিতে পারবে না যে, রাসূলুল্লাহ স. এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সময়ে জোরজবরদস্তি করে কাউকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। পরবর্তীকালেও মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ স. এবং তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী খলীফাদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য কাউকে বাধ্য করেননি। অন্যান্য ধর্ম তাদের বিস্তৃতি লাভের জন্য কতিপয় শক্তিশালী সম্রাট ও শাসকের কাছে ঋণী। কিন্তু ইসলাম বিস্ময়কর সাফল্যের সাথে সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত হলেও তার জন্য এমন কোনো পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো না।

ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসার লাভ করেনি- এই দাবীর সমর্থনে আমরা এখানে কয়েকজন অমুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তির অভিমত তুলে ধরছি।

০১. লোথ্রোপ তাঁর পুস্তক 'ইসলামের নতুন জগত'-এ লিখেছেন,

"অন্যান্য প্রসিদ্ধ ধর্ম ধীরে ধীরে ও কষ্টকর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের পথ জয় করেছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে নতুন ধর্মে দীক্ষিত শক্তিশালী রাজ-রাজড়াদের সাহায্যে বিজয় অর্জন করেছে। খ্রিস্টধর্মের ছিলেন কনস্টান্টাইন, বৌদ্ধ ধর্মের ছিলেন অশোক এবং জরথুস্ত্রদের ছিলেন সাইরাস। এদের প্রত্যেকেই নিজ পছন্দের ধর্মকে সহযোগিতা করেছেন ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃত্বের প্রবল শক্তির দ্বারা। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। এর উদ্ভব একটি মরুময় এলাকায় যেখানে বিক্ষিপ্তভাবে যাযাবর জাতি বসবাস করতো এবং যারা পূর্ববর্তী সময়ে মানবজাতির ইতিহাসে ছিল অখ্যাত। ইসলাম সামান্য জনসমর্থন নিয়ে এবং বস্তুগত প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তির প্রতিকূলে বিরাট অভিযানে অবতীর্ণ হয়ে এগিয়ে গেছে। এতদসত্ত্বেও মনে হয়, ইসলাম অলৌকিকভাবে সহজেই বিজয় অর্জন করেছে।"

---

৬৫. বিশিষ্ট মুফাসসির কাতাদাহ (৬১-১১৮ হি.) রহ. বলেন,

لا يكره يهودي ولا نصراني على الإسلام إذا أعطوا الجزية

"কোনো ইহুদী ও খ্রিস্টানকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলপ্রয়োগ করা যাবে না, যদি তারা জিযিয়া দেয়।" ('আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, অধ্যায়: আহলুল কিতাব, পরিচ্ছেদ: যিকরুল জিয্ইয়াহ, হা.নং:৯৮৮১)-সম্পাদক

www.pathagar.com

০২.

"মানব ইতিহাসে ইসলামের মতো অন্য কোনো ধর্ম এত দ্রুততার সাথে সম্প্রসারিত হয়নি। পশ্চিমা জগৎ অবশ্য ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করেছে, এই ধর্মের উত্থান তলোয়ারের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আধুনিক কোনো বিদ্বান এই ধারণাকে গ্রহণ করছেন না এবং বিবেকের স্বাধীনতার প্রতি আল-কুরআনের সমর্থন সুস্পষ্ট। এর সপক্ষে অত্যন্ত জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে ইসলাম স্বাগত জানিয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যথাযথভাবে আচরণ করেছে এবং অতিরিক্ত কর দিয়েছে। মুহাম্মদ স. সর্বদা মুসলিমদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন, আহ্‌লে কিতাবদের (ইহূদী ও খ্রিস্টান) সহযোগিতা করা উচিত।. .. .এ বিষয়ে অসংখ্য সাক্ষ্য রয়েছে যে, কিতাবের অনুসারীদের সাথে চমৎকার আচরণ করা হতো, প্রদান করা হতো নিরাপত্তা এবং তারা যেভাবে ইচ্ছা করতো সেভাবে উপাসনার স্বাধীনতা দেয়া হতো তাদেরকে।"[৬৬]

০৩.

"অবশ্য ইতিহাস এটা স্পষ্ট করেছে, গোঁড়া মুসলিমরা পৃথিবীব্যাপী দ্রুতবেগে তলোয়ারের মাধ্যমে বিজিত জাতিসমূহের উপর ইসলাম কায়েম করেছে বলে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তা ঐসব অসম্ভব ও কল্পনাপ্রসূত পৌরাণিক কাহিনীর একটি যেগুলো ইতিহাসবিদরা বারবার উল্লেখ করেছেন।"[৬৭]

০৪.

"স্পেনের মুরদের শাসনকালে যখন ইসলামের রাজনৈতিকভাবে উত্থান ঘটেছিল, তখন বিপুল সংখ্যক স্থানীয় খ্রিস্টানকে ব্যাপক সহিষ্ণুতার মাধ্যমে রক্ষা করেছিল। এর কারণ কোনো রাজনৈতিক সুবিধাবাদ নয়, বরং ইসলামের আইন মোতাবেকই তা করা হয়েছিল। খ্রিস্টানদের নিজস্ব পাদ্রী, গির্জা ও মঠ রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাদের নিজস্ব আইন-কানুন ও ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নিজেদের বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করতে দেয়া হয়েছে যখন বিষয়টি কেবল তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট।"[৬৮]

০৫.

"যেহেতু তারা সাফল্য লাভের উপযুক্ত ছিল, সেহেতু সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ইসলাম জয়লাভ করেছে। কারণ তা প্রাচ্য জগতের জন্য প্রয়োজনীয় বাণী বহন করে এনেছিল। হিজরতের আগে আত্মরক্ষার সামর্থ্য না থাকার সময়ে

---

৬৬. মিচেনার

৬৭. ও' লিয়ারি

৬৮. ব্লাইডেন

www.pathagar.com

মুসলিমগণ নির্যাতন ভোগ করেছে। পরবর্তীকালে তারা বৈধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং তখন জয়ী হয়েছে। তারা সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে ব্যাপকভাবে। মূর্তিপূজকদেরকে মুসলিমদের ভূখণ্ডে থাকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু কিতাবী লোক- ইহূদী এবং খ্রিস্টান উভয়কেই কর প্রদান করার শর্তে রক্ষাকবচ লাভ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল। তারা তাদের ধর্মমত অবাধে পালন করতে পারতো। তাদেরকে কমিউনিটির অংশ বলে বিবেচনা করা হতো। যে কেউ একজন ইহূদী অথবা খ্রিস্টানের সাথে মন্দ আচরণ করলে মুহাম্মদ স. বলেছেন, "তারা আমাকে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হিসেবে পাবে।"[৬৯] আল-কুরআন ও হাদীস সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত উপদেশে পরিপূর্ণ। সর্বপ্রথম মুসলিম বিজয়ীরা বিশস্ততার সাথে তা সম্পূর্ণ পালন করেছিলেন। উমর রা. জেরুযালেমে প্রবেশ করে খ্রিস্টানদের উৎপীড়ন না করতে এবং গির্জাসমূহের ক্ষতি না করার জন্য আদেশ প্রদান করেন। তিনি তাদের প্রধান পুরোহিতকে অনেক সুবিধা প্রদান করেন। যখন ঐ পুরোহিত তাঁকে গির্জায় ইবাদত করার আমন্ত্রণ জানালে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করেন কেবল এই আশঙ্কায় যে, এটা পরবর্তীকালে গির্জা দখল করার অযুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আমরা না বলে পারছি না চরম বৈপরীত্যের কথা। তা হলো, খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধারা (ক্রুসেডার) প্রবেশের সাথে সাথে (যারা নাইটদের হাঁটু ও ঘোড়ার লাগাম অবধি রক্তের নদীর মধ্য দিয়ে অগ্রাভিযান চালিয়েছে) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ঐসব মুসলিমের গলা কাটতে, যারা প্রথমবারের হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পেয়েছিল।"[৭০]

০৬.

"প্রকৃতির প্রভু আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্ববিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজ অস্তিত্ব প্রকাশ করেছেন, আর কায়েম করেছেন তাঁর আইন-কানুন মানুষের হৃদয়ে। তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান এবং তাঁর দেয়া আইন প্রতিষ্ঠাই ছিল প্রত্যেক যুগে নবী-রাসূলদের লক্ষ্য। মুহাম্মদ স.-এর উদারতা তাঁর উত্তরাধিকারীদেরকে সে একই কৃতিত্বে ভূষিত করেছে যা তিনি নিজের জন্য দাবী করতে পারতেন। আর ঐশী দিকনির্দেশনার প্রবাহ আদম আ.-এর পৃথিবীতে আগমন থেকে আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়া অবধি বিস্তৃত।"[৭১]

---

৬৯. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং- ৩০৫৪

৭০. ডারমেংহেম

৭১. গীবন (১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নং-এ উদ্ধৃত বক্তব্যসমূহ সৈয়দ ইয়াকুব শাহ কর্তৃক বিরচিত "ওয়েস্টস ট্রিবিউট টু ইসলাম" গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

www.pathagar.com

০৭.

একজন ইউরোপীয় খ্রিস্টান পণ্ডিত স্যার টি. ডব্লিউ. আরনল্ড তাঁর 'দি প্রিচিং অব ইসলাম' পুস্তকে লিখেছেন,

> (ইসলাম ধর্মে) এসব ধর্মান্তরকরণের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ মুখ্য ভূমিকা পালন করেনি। সেটা খ্রিস্টান এবং মুসলিম আরবদের মধ্যে বিদ্যমান শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক দ্বারা বিচার করা যেতে পারে। বিভিন্ন খ্রিস্টান গোত্রের সাথে মুহাম্মদ স. চুক্তি করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছেন। তিনি তাদের ধর্মের অবাধ চর্চা এবং তাদের পাদ্রী-পুরোহিতদের পুরনো অধিকার ও কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন।

আরনল্ড আরও বলেছেন,

> উপরে উল্লেখিত খ্রিস্টান আরবদের প্রতি হিজরী প্রথম শতাব্দীতে বিজেতা মুসলিমদের সহিষ্ণুতার উদাহরণসমূহ, যা পরবর্তী প্রজন্মসমূহও প্রদর্শন করেছে, তা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে এই উপসংহারে উপনীত হতে পারি, যেসব খ্রিস্টান গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তা তারা স্বীয় অবাধ পছন্দ ও ইচ্ছামাফিকই করেছে।

যখন মুসলিম যোদ্ধারা জর্ডানের উপত্যকায় পৌঁছে এবং আবু ওবায়দা রা. তার তাঁবু গাড়েন 'ফিহল' নামক স্থানে, তখন দেশের খ্রিস্টান অধিবাসীরা আরবদের কাছে লিখেছিল,

> يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْتُمْ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الرُّوْمِ وإِنْ كَانُوْا عَلَى دِيْنِنَا أَنْتُمْ أَوْفَى لَنَا وَأَرْأَفُ بِنَا وأَكَفُّ عَنْ ظُلْمِنَا وأَحْسَنُ وَلَايَةً عَلَيْنَا، ولكنهم قد غلبونا على منازلنا.
>
> হে মুসলিমগণ! আমরা বাইজানটাইনদের চেয়ে তোমাদের বেশী পছন্দ করি যদিও তারা আমাদের একই ধর্মাবলম্বী। কারণ, তোমরা আমাদের ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে বেশী বিশ্বস্ততা রক্ষা করছো। তোমরা আমাদের প্রতি তাদের চেয়ে বেশী দয়ালু। আমাদের প্রতি অবিচার করা থেকে তোমরা বিরত রয়েছো। তোমাদের শাসন ব্যবস্থা তাদের চেয়ে কল্যাণকর। অন্যদিকে ওরা আমাদের জিনিসপত্র লুট করেছে, বাড়িঘর দখল করেছে।[৭২]

সিরিয়াতে ৬৩৩-৬৩৯ সালের অভিযানের সময়েও খ্রিস্টানদের অনুরূপ অনুভূতিই ছিল, যখন আরবরা ক্রমাগতভাবে রোমান সৈন্যদেরকে ঐ প্রদেশ থেকে বিতাড়িত করছিল। ৬৩৭ সালে দামেশ্‌ক আরবদের সাথে সমঝোতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং

---

৭২. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ১৩৯; ইবনু হিবাতিল্লাহ, *তারীখু মাদীনাতি দিমাশক*, খ. ৪১, পৃ. ১৩০

www.pathagar.com

এভাবে লুণ্ঠন থেকে নিরাপত্তা সমেত বিভিন্ন অনুকূল শর্ত লাভ করেছিল। সিরিয়ার অন্যান্য শহর দামেশ্‌কের অনুসরণ করতে বিলম্ব ঘটায়নি। ইমেসা, আরেথুসা, হিয়েরোপোলিস এবং অন্যান্য শহরের অধিবাসীরা চুক্তির মাধ্যমে আরবদের কর প্রদানকারী হয়েছিল। এমনকি জেরুযালেমের প্রধান পুরোহিত বা পাদ্রী অনুরূপ শর্তে শহরটি সমর্পণ করেন। প্রচলিত ধর্মীয় মতবিরোধী রোমান সাম্রাজ্য এবং একটি খ্রিস্টান গভর্নমেন্টের সাথে সম্পর্কের চেয়ে মুসলিমদের প্রদত্ত সহিষ্ণুতার অঙ্গীকার তাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ, তারা বিধর্মী সম্রাট কর্তৃক ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয়ার ভয়ে ভীত ছিল। বিজয়ী সেনাদলের অভিযান দ্বারা সৃষ্ট প্রাথমিক ভয়-ভীতির পর তাদের মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে বিজয়ী আরবদের পক্ষে চলে যায়।[৭৩]

৭৩. সাইয়েদ মুহাম্মাদ কুতুব-এর লিখিত গ্রন্থ 'ইসলাম দ্য মোস্ট মিসআন্ডারস্টুড রিলিজিয়ন'-থেকে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

অধ্যায় : সাত

অমুসলিমদের জন্য বিচার বিভাগীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা

একটি ইসলামী রাষ্ট্রে আল-কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী অমুসলিমগণ তাদের নিজেদের বিবাদ মেটানোর ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। ইহূদীদের নিজস্ব ঝগড়া-বিবাদ তাওরাতের (তাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাব) বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে আল-কুরআনে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ স.-কে বলা হয়েছে, "যখন তাদের তাওরাত গ্রন্থ রয়েছে, তখন বিচারের জন্য ইহূদীরা তোমার কাছে কেনো আসে? ঐ গ্রন্থে আল্লাহ (তাদের জন্য) বিচার ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"[৭৪] অন্য এক আয়াতে ইসলামের ঐশী কিতাব তাদেরকে (ইহূদীদের) ঝগড়া-বিবাদ নিজেদের আইন অনুযায়ী আরো স্পষ্টভাবে ও সরাসরি পন্থায় মীমাংসার স্বাধীনতা দিয়েছে। আল-কুরআন বলেছে,

﴿ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

ইনজীল গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার অনুসারীরা যেন তদনুসারে বিচার-ফয়সালা করে। আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিচার করে না, তারা ফাসিক।[৭৫]

অবশ্য সংখ্যালঘুরা তাদের মতভেদ মিটানোর জন্য ইসলামী আইনেরও সাহায্য নিতে পারে। আল-কুরআন বলেছে,

﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

তারা যদি (কখনো কোনো বিচার নিয়ে) তোমার নিকট আসে, তাহলে তুমি (চাইলে) তাদের বিচার নিষ্পত্তি করে দিবে কিংবা তাদের উপেক্ষা করো। যদি তুমি তাদের উপেক্ষা করো, তাহলে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে যদি তুমি তাদের বিচার-ফয়সালা করতে চাও, তাহলে অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে। আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।[৭৬]

---

৭৪. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৩

৭৫. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৭

৭৬. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪২

www.pathagar.com

এভাবে দেখা যায়, অমুসলিমদের একান্ত নিজস্ব বিষয়ে ইসলামী বিধান প্রযোজ্য নয়। যিম্মীদের এসব বিষয় তাদের নিজস্ব বিধান মোতাবেক ফয়সালা করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, শরী'আহ অনুযায়ী কোনো কিছু মুসলিমদের জন্য বেআইনী হলে এবং সেটা অমুসলিমদের জন্য তাদের ধর্মীয় মতে নিষিদ্ধ না হলে, অমুসলিমদেরকে তা করতে দেয়া হবে এবং আদালত তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী তাদের মামলার মীমাংসা করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি তাদের ধর্মমতে সাক্ষী ছাড়া অথবা নিষিদ্ধ সম্পর্কের দুই নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহের অনুমতি থাকে, তাহলে তাদেরকে সেটা করতে অনুমতি দেয়া হবে। খুলাফায়ে রাশিদীনের আমল থেকেই সকল মুসলিম রাষ্ট্রে এই বিধান চালু রয়েছে।

খলীফা উমর ইবন আবদুল আযীয রহ. এ বিষয়ে বিখ্যাত আলিম হাসান বসরী রহ.-এর কাছে ফাতওয়া চেয়ে বলেছিলেন,

ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وماهم عليه من نكاح المحارم واقتناء الخمور والخنازير

এটা কীরূপ ব্যাপার যে, খুলাফায়ে রাশিদীন যিম্মীদের সগোত্র নির্বিশেষে বিবাহ, মদ্যপান এবং শূকর খাওয়ার জন্য মুক্ত করে দিয়েছেন?

হাসান বসরী রহ. উত্তরে বলেছেন,

إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون وإنما أنت متبع وليس بمبتدع

তারা (যিম্মীরা) জিযিয়া কর দিতে সম্মত হয়েছে কেবল এজন্যই যে, তারা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুযায়ী মুক্তভাবে থাকতে চেয়েছে। আপনার পূর্ববর্তীরা যা করে গেছেন, আপনাকে কেবল তার অনুসরণ করতে হবে। আপনাকে এ থেকে বিচ্যুত হতে হবে না অথবা নতুন কিছু করতেও হবে না।[৭৭]

কিন্তু যিম্মীদের মধ্য থেকে উভয় পক্ষ যদি তাদের ঝগড়া-বিবাদ ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক মীমাংসা করার জন্য অনুরোধ করে, তাহলে ইসলামী আদালত তাদের ওপর শরী'আহ্ আইন কার্যকর করবে। তদুপরি কোনো ব্যক্তিগত বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট মামলায় এক পক্ষ যদি মুসলিম হয়, তাহলে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক এর ফয়সালা করতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি কোনো খ্রিস্টান মহিলা একজন মুসলিমকে বিবাহ করে এবং পরে বিধবা হয়ে যায়, তার ইদ্দত-এর সময় পুরোপুরি অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সে আবার বিবাহ করতে পারবে না। যদি বিবাহ করে, তাহলে সেটা বাতিল হয়ে যাবে।[৭৮]

---

৭৭. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ৫, পৃ. ৬৯

৭৮. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ৫, পৃ. ৬৫-৭০

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের ফৌজদারী এবং অপরাধ সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে বলা হয়েছে, এগুলো মুসলিম এবং অমুসলিমদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। ফলে কোনো পার্থক্য অথবা বৈষম্য এক্ষেত্রে করা যাবে না। যদি যিম্মীরা অপরাধ বা অন্যায় করে, তাদেরকেও মুসলিমদের ন্যায় একই প্রকার শাস্তি দেয়া হবে। চোর মুসলিম কিংবা অমুসলিম যেই হোক, শাস্তিস্বরূপ তার হাত কেটে ফেলা হবে। অনুরূপভাবে মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক, যেই ব্যভিচার অথবা হত্যা করুক, আইন মাফিক তার বিচার করা হবে এবং ধর্মের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে পার্থক্য করা হবে না।[৭৯] অবশ্য ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক রহ.-এর ন্যায় কতক মুসলিম আইনজ্ঞ মনীষী ইসলামের নির্ধারিত শাস্তি 'রজ্‌ম' থেকে অমুসলিমকে অব্যাহতি দিয়ে তাদের বিষয়টি স্বধর্মাবলম্বীদের কাছে বিচারের জন্য প্রেরণের সুপারিশ করেছেন।

দেওয়ানী আইনও মুসলিম ও অমুসলিমদের জন্য একই। মুসলিম ও অমুসলিমদের সম্পত্তি রক্ষা, মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং হস্তান্তর করার বিষয়ে সম-অধিকার রয়েছে। অনুরূপভাবে আয়ের যে সমস্ত উৎস, প্রকার ও পন্থা মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ, যিম্মীদের জন্যও তা নিষিদ্ধ। অমুসলিমদেরও মুসলিমদের ন্যায় সুদ, জুয়া, ঘুষ, ব্যবসায়ে অসৎ পন্থা অবলম্বন প্রভৃতির মাধ্যমে আয় করা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু মদ্যপান এবং শূকরের মাংস ভক্ষণের ব্যাপারে অমুসলিমগণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। তারা মদ তৈরি, পান ও এর ব্যবসা করতে[৮০] এবং শূকর পালন, ভক্ষণ ও বিক্রি করতে পারবে।[৮১] কিন্তু এসব কিছু তাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং একান্ত মুসলিম জনপদের মধ্যে প্রকাশ্যে এগুলো করা যাবে না। 'আদ-দুররুল মুখতার' গ্রন্থকারের মতে,

> যদি কোনো মুসলিম কোনো যিম্মীর মদ নষ্ট করে অথবা তার শূকরের ক্ষতিসাধন করে, তাহলে সেজন্য সে ঐ যিম্মীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।[৮২]

---

৭৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, খ. ৭, পৃ. ১৩৫

৮০. তবে মদ্যপান যেহেতু স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং সুস্থ ও পবিত্র সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা, তাই ইসলামী রাষ্ট্র জনস্বার্থে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য মদ তৈরি, সেবন ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে আইন রচনা করলে তা মেনে চলতে সকলেই বাধ্য থাকবে। - সম্পাদক

৮১. কাসানী, *বাদা'য়িউছ ছানা'ই*, খ. ৭, পৃ. ১১৩

৮২. হাসফাকী, *আদ-দুররুল মুখতার*, খ. ৬, পৃ. ২০৯

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা ছাড়াও সামাজিক স্বাধীনতাও ভোগ করবে। রাষ্ট্র তাদের ভাষা, ঐতিহ্য, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা স্থান, তাদের পরিচ্ছদের ধরন ইত্যাদি রক্ষা করবে এবং তাদের রীতিনীতি ও সামাজিক ঐতিহ্য অনুসরণের অনুমতি দেবে। অবশ্য উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে সামরিক ইউনিফরম ও মুসলিমদের পোশাক অনুকরণের অনুমতি তাদের ছিলো না।[৮৩] অমুসলিম সংখ্যালঘুদের বিচার বিভাগীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা ইসলামী রাষ্ট্রে প্রদান করা সম্পর্কে ড. হামীদুল্লাহ বলেছেন,

> আল-কুরআনের সূরা আল-মায়িদাহ্ -এর ৪২ থেকে ৪৮ আয়াতে বর্ণিত নির্দেশনামার ভিত্তিতে, রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর খলীফাগণ প্রত্যেক অমুসলিম সম্প্রদায়কে, যারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা ছিল, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন কেবল ব্যক্তিগত মর্যাদার খাতিরেই নয়, বরং জীবনের সব বিষয়েই। যেমন দেওয়ানী, ফৌজদারী ও অন্যান্য বিষয়। ন্যায়নিষ্ঠ খলীফাদের সময় আমরা সমকালীন খ্রিস্টানদের কাছ থেকে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাই যে, মুসলিমদের সরকার খ্রিস্টান পুরোহিতদেরকে অনেক পার্থিব বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও প্রদান করেছিলেন। আমরা দেখেছি, আব্বাসী খলীফাদের সময়ে খ্রিস্টান প্রধান পুরোহিত এবং ইহূদী বিচারক ছিলেন খলীফার সাথে সরাসরিভাবে সম্পর্কিত, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ স.-এর সময় মদীনার ইহূদীদের নিজস্ব বাইতুল-মিদরাস (ইহূদীদের উপাসনার সিনাগগ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ছিল। নাজরানের (ইয়ামেন) খ্রিস্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে রাসূলুল্লাহ স. অধিবাসীদের কেবল জান ও মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তাই প্রদান করেননি, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশপ ও অন্যান্য পুরোহিত মনোনয়নের বিষয়টিও তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

---

৮৩. নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা বিবেচনা করে সর্বপ্রথম উমাইয়্যা খলীফা 'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (রা.) খ্রিস্টানদেরকে মুসলমানদের মতো পোশাক বা পাগড়ী পরতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে 'আব্বাসী খালীফা হারূনুর রশীদ ২য় 'উমর (রা.)-এর মতো খ্রিস্টানদেরকে মুসলমানদের অনুরূপ পোশাক পরিধান না করার জন্য একটি সাধারণ নির্দেশ জারী করেন। কথিত আছে যে, খালীফা মুতাওয়াক্কিল অমুসলিমদের পোশাকের জন্য হলুদ রং এবং ফাতিমী শাসক হাকিম কালো রং নির্ধারণ করেছিলেন। হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে মিসর ও সিরিয়ায় খ্রিস্টানরা নীল, ইয়াহুদীরা হলুদ এবং সামিরারা লাল রং ব্যবহার করতো। তারা এই বর্ণের সিল্ক, পাগড়ী ও গলবন্দ ব্যবহার করতে পারতো। (কালকাশন্দী, *সুবহুল 'আশা* , কায়রো: আল-মাতবা'আতুল আমীরিয়্যাহ, ১৯১৪, খ. ১৩, পৃ. ৩৬৪) - সম্পাদক।

www.pathagar.com

অনেকের মধ্যেই তাদের গভর্নর ও সরদারকে জীবনের বাহ্যিক আচরণের ক্ষেত্রে অনুকরণ করার প্রবণতা রয়েছে। যেমন তাদের পোশাক, কেশবিন্যাস, ভদ্রতা ইত্যাদিতে। এর ফলে নিছক বাহ্যিক আত্মীকরণ ঘটতো, যা শাসক শ্রেণীর কোনো উপকারে আসে না। কিন্তু যারা এভাবে ক্রীতদাসসুলভ অনুকরণ করে, তা তাদের নৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা সুরক্ষিত সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। অতএব, এসব বহিরাগতের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষা করা সংশ্লিষ্ট সরকারের কর্তব্য। আমরা আব্বাসী খিলাফতকালে দেখেছি, শক্তি প্রয়োগে বহিরাগতদের আত্মীকরণ তো দূরের কথা, এমনকি একে অন্যের যে কোনো অনুকরণ করাকেও সরকার নিরুৎসাহিত করতো। মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহূদী, ম্যাগিয়ান ও অন্যরা তাদের নিজস্ব পোশাক, সামাজিক আচার-আচরণ এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতো।

এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে ড. হামীদুল্লাহ বলেন,

> অমুসলিমদের অধিকারের রক্ষাকবচ ইসলামী ভূখণ্ডে এতটাই বিস্তৃত যে, তাদের যেসব আচার-অনুষ্ঠান ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত, সেগুলোও পালন করতে স্বাধীনতা দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মদ জাতীয় পানীয় মুসলিমের জন্য নিষিদ্ধ। এতদ্সত্ত্বেও একই দেশের অমুসলিম অধিবাসীরা মদ জাতীয় পানীয় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং তারা এগুলো তৈরি, আমদানি ও বিক্রয় করতে পারে। ভাগ্যের খেলা, নিকট আত্মীয়দের সাথে বিবাহ, সুদযুক্ত চুক্তি ইত্যাদি ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। অতীতে এতে মুসলিমগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এবং এসব অধিকার হরণের ঘটনা ঘটছে খুবই কম। আধুনিক আইনজ্ঞগণ এই স্বাধীনতাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে সীমিত করে দিয়েছেন। দেশের সমগ্র অধিবাসীদের বেলায় প্রয়োগ করা না হলে মাদক জাতীয় পানীয়ের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ ফলপ্রসূ হবে না বিধায় অমুসলিমদের প্রতিনিধিগণের সম্মতি আইনজ্ঞদের কাজকে সহজ করে দিয়েছে। তারা নীতিগতভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় : আট

অমুসলিমদের রাজনৈতিক এবং সরকারি চাকরির অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমগণ সাধারণত মুসলিমদের ন্যায় সকল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে থাকে। তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেয়ার অধিকার ভোগ করে এবং তারা জনপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। তারা রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে এবং তারা রাজনৈতিক দলের সদস্য ও বিভিন্ন দায়িত্বের অধিকারী হতে পারে। অনুরূপভাবে অমুসলিমগণ সামাজিক কর্মকাণ্ড, জাতীয় উৎসবাদি, সামাজিক সমাবেশ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের অধিকার রাখে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে অমুসলিমদের ভোট দেয়ার অধিকারের বিষয়টি চমৎকারভাবে ড. হামীদুল্লাহ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

> প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, এই নগর-রাষ্ট্রের (মদীনা) সংবিধান তৈরীর সময়ে স্বায়ত্তশাসিত ইহূদী গ্রামসমূহ স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল কনফেডারেশনতুল্য এই রাষ্ট্রে। একই সাথে তারা মুহাম্মদ স.-কে তাদের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। আমাদের মতে, এর তাৎপর্য হলো, অমুসলিম নাগরিকরা মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করতো, অন্তত দেশের রাজনৈতিক বিষয়াদি যতটা সংশ্লিষ্ট ছিলো ততটা।

অমুসলিমগণ তাদের জীবিকা অর্জনের নিমিত্ত যে কোনো ব্যবসা বা পেশা অথবা চাকরি গ্রহণ করতে পারে। শর্ত হলো, সেই ব্যবসা কিংবা পেশা অথবা চাকরি বেআইনী অথবা অনৈতিক কিংবা ইসলামী বিধিবিধানের সুস্পষ্ট পরিপন্থী হবে না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো অমুসলিম মদ ও শূকর মুসলিমদের কাছে বিক্রি করতে পারবে না, যদিও সে এই ব্যবসা তার ধর্মীয় লোকজনের সাথে করতে পারবে। অনুরূপভাবে একজন অমুসলিম একজন মুসলিমের সাথে এমন কোনো ব্যবসা বা বাণিজ্য করতে পারবে না যাতে সুদ আদান-প্রদানের শর্ত রয়েছে। অধিকন্তু, একজন অমুসলিম মাদক চোরাচালান, ঘুষ, পতিতাবৃত্তি, অসৎ পন্থায় ব্যবসা ইত্যাদি করতে পারবে না। কারণ এসবই আয়ের অনৈতিক ও বেআইনী

www.pathagar.com

উৎস। এসব বিধিনিষেধ মেনে নিয়ে অমুসলিমরা যে কোনো ব্যবসায়, পেশা অথবা কাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রে খ্রিস্টান, ইহূদী ও অন্য অমুসলিমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন এবং অবিশ্বাস্য পরিমাণ আয় করেছিল। আব্বাসী খলীফাদের সময় সিরিয়ার মহাজন ও পোদ্দার ছিল ইহূদী। তখন ইহূদীরাই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে কর্তৃত্বশালী। অধিকাংশ ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান। আব্বাসী আমলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইহূদী বাগদাদে বসবাস করতো বলে জানা যায়।

অমুসলিমরা সরকারি চাকরিতে নিয়োগ লাভ করার বিষয়ে মুসলিম শাসকগণ শুধু ব্যাপকভাবে বিবেচনাই করেননি, বরং তারা উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়ে এসেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, বিচার বিভাগীয় প্রধান, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান এবং অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ ব্যতীত অন্যান্য পদ ও চাকরি অমুসলিমদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর রা. রাষ্ট্রের রাজস্ব হিসাবের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তার হিসাব সংরক্ষণ বিভাগের প্রধানরূপে একজন গ্রিক খ্রিস্টানকে নিয়োগ করেছিলেন। আব্বাসী খলীফা আল-মুত্তাকীর একজন খ্রিস্টান মন্ত্রী ছিলেন। খলীফা আল-মুতাদিদের সময় ইহূদীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদগুলোতে অধিষ্ঠিত ছিল। মুসলিম স্পেনে অমুসলিমরা, বিশেষ করে ইহূদীরা সরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।

অমুসলিমদের রাষ্ট্রীয় চাকরিতে নিয়োগ সম্পর্কে ড. হামীদুল্লাহ বলেন,

> কেবল স্বীয় ধর্মাবলম্বীদের জন্য ইমামের (অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রধানের) পদ সংরক্ষিত রাখার জন্য কেউ মুসলিমদেরকে ভর্ৎসনা করবে না। কারণ, ইসলাম জীবনের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সব বিষয়ে সমন্বয় সাধন করতে চায়। মসজিদে নামায পড়ানোর কর্তব্য ও অধিকার কেবল রাষ্ট্রপ্রধানের, যিনি আবার ধর্মীয় প্রধানও। কেউ যদি এই বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করে দেখেন, তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন, কেনো একজন অমুসলিম একটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন না।

কিন্তু এই ব্যতিক্রম কোনোভাবেই এ কথা বুঝায় না যে, অমুসলিম প্রজাদেরকে দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গনের বাইরে রাখা হবে। খলীফাদের সময় থেকেই অমুসলিমদেরকে মুসলিম রাষ্ট্রে মন্ত্রিত্বের পদে অধিষ্ঠিত হতে দেখা

www.pathagar.com

গেছে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়নি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেও, যেখানে মুসলিমদের সংখ্যা কম নয়।

খলীফাদের ঐ পদক্ষেপ ইসলামের শিক্ষার বিপরীত নয়। এর সাক্ষী বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ। ইমাম শাফিঈ'র অনুসারী আইন শাস্ত্রবিদ (যেমন আল-মাওয়ার্দী) এবং ইমাম আহ্মদ ইব্ন হাম্বলের অনুসারী (যেমন আবু ইয়া'লা আল্-ফাররা) এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেননি যে, খলীফা অমুসলিম প্রজাকে আইনানুগভাবেই মন্ত্রী এবং নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারেন।

অমুসলিমদের সরকারি দফতরে নিয়োগ দান সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন,

> প্রথমদিকে বোধগম্য কারণেই সামরিক অধিনায়কত্ব অমুসলিমদেরকে প্রদান করা হতো না। কিন্তু আস্থার বিষয় জড়িত এবং ভাতাদিসহ বেতনের অন্যসব পদ মুসলিমদের ন্যায় সমভাবে তাদের জন্যও উন্মুক্ত ছিল। এই সমতা নিছক কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ ছিল না। কারণ হিজরী প্রথম শতাব্দি থেকেই আমরা দেখেছি, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে খ্রিস্টান, ইহূদী ও ম্যাগিয়ানরা অধিষ্ঠিত ছিল। আব্বাসীরা, বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, তাদের প্রজাদের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে কোনো পার্থক্য করতেন না। যে সমস্ত রাজবংশ পরবর্তীকালে ক্ষমতায় এসেছে, তারাও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছে।

যদি অমুসলিমদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের আচরণের সাথে অ-খ্রিস্টানদের সাথে ইউরোপীয় দেশগুলোর সরকারের আচরণের তুলনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, মানবতা ও উদারতার পাল্লা ইসলামের দিকেই ঝুঁকে আছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় : নয়

অমুসলিমদের প্রতি সদয় আচরণ

দীন ইসলাম অমুসলিমদের সাথে দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে আচরণ করতে মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। আল-কুরআন বলেছে,

﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।[৮৪]

আল-কুরআন মুসলিমদের কিতাবী (খ্রিস্টান ও ইহূদী) সচ্চরিত্রা নারীদেরকে বিবাহ করার অনুমতিও দিয়েছে। বলা হয়েছে,

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾

...যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্য বৈধ, আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ...।[৮৫]

এভাবে ইসলাম ধর্মের অবতীর্ণ কিতাব আহলে কিতাবদের (খ্রিস্টান ও ইহূদী) খাদ্যদ্রব্যকে মুসলিমদের জন্য বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে, সাথে সাথে তাদের সচ্চরিত্রা নারীদেরকে মুসলিমদের জন্য বৈধ ঘোষণা করে তাদের বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে। ইসলাম ধর্ম মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যকার বন্ধন সুদৃঢ় করেছে, মুসলিমদেরকে তাদের কাছে যাওয়া, তাদের খাদ্য গ্রহণ এবং তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি দিয়ে। যা ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আত্মীয়দের মধ্যে প্রচলিত রীতি।

---

৮৪. সূরা আল-মুমতাহিনাহ্ : ৮

৮৫. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৫

www.pathagar.com

অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের অনুসারীদের আচরণ সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন,

> যাহোক, এটা অবশ্যই বলতে হবে, পরবর্তী কালের খ্রিস্টান যাজকদের গোঁড়ামিপূর্ণ মতামত কখনও প্রচলিত হয়নি এবং সহিষ্ণুতা ও উদারতার সাথে অমুসলিমদের প্রতি আচরণের প্রমাণ এই বাস্তব ঘটনা যে, যিম্মীদেরকে মুসলিমদের উইল কার্যকর করার জন্য মনোনয়ন দেয়া যেতো এবং তারা প্রায়ই মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর 'রেক্টর' পদে অধিষ্ঠিত হতেন। তদুপরি, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন না করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের বৃত্তিদানের (Endowment) তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হতে পারতেন। যখন একজন সম্মানিত ও প্রতিভাবান অমুসলিম মৃত্যুবরণ করতেন, মুসলিমগণ সম্মিলিতভাবে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে শামিল হতেন।

www.pathagar.com

অধ্যায় : দশ

গরীব অমুসলিমদের আর্থিক সাহায্য প্রদান

প্রতিবন্ধী অথবা গরীব যিম্মী, যারা ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে অথবা যেসব যিম্মী চরম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থায় নিপতিত হয়েছে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল থেকে মুসলিম দরিদ্র ও প্রতিবন্ধীদের মতোই সাহায্য লাভের অধিকারী। এই বিধান ইসলামের প্রথম খলীফ আবু বকর রা.-এর সময় থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর সময়ে যখন খ্যাতনামা মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. হীরা জয় করেছিলেন, তখন সন্ধিপত্রে বিশেষভাবে নিম্নের ধারাটি যোগ করেন,

أَيُّمَا شَيْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ , أَوْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ مِنَ الآفَاتِ , أَوْ كَانَ غَنِيًّا فَافْتَقَرَ , وَصَارَ أَهْلُ دِيْنِهِ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهِ طُرِحَتْ جِزْيَتُهُ , وَعِيْلَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عِيَالِهِ مَا أَقَامَ بِدَارِ الْهِجْرَةِ وَدَارِ الإِسْلَامِ .

যদি কোনো অমুসলিম বৃদ্ধ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, অথবা কোনো বিপদে পতিত হয় অথবা কোনো সম্পদশালী এমনভাবে দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার গোত্রের লোকেরা তাকে সাহায্য করতে থাকে, এমতাবস্থায় তাকে জিযিয়া থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। উপরন্তু, মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যতদিন সে মদীনায় বা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করবে।[৮৬]

খলীফা উমর রা.-এর সময়ে এই বিধান আরো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একদা এক বৃদ্ধ ইহুদী যিম্মীকে তিনি ভিক্ষা করতে দেখলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করায় যিম্মী তাকে বললো, সে জিযিয়া প্রদানের নিমিত্তেই ভিক্ষা করছে। খলীফা অনতিবিলম্বে তাকে জিযিয়া প্রদান থেকে রেহাই দিলেন, তার জন্য পেনশন মঞ্জুর করলেন এবং খাজাঞ্চীকে বললেন,

فَوَاللهِ مَا أَنْصَفْنَا إِنْ أَكَلْنَا شَبِيْبَتَهُ, ثُمَّ نَخْذُلُهُ عِنْدَ الْهَرَمِ.

---

৮৬. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১৪৪

www.pathagar.com

আল্লাহর কসম! এটা কখনো ইনসাফ নয় যে, আমরা যৌবনে তার দ্বারা উপকৃত হবো, আর বার্ধক্যে তাকে অপমান করবো।[৮৭]

দামেশ্‌কের উদ্দেশে সফরকালে খলীফা উমর রা. বিকলাঙ্গ-বয়স্ক যিম্মীদের জন্য পেনশন নির্ধারণের আদেশ দান করেছিলেন। জানা যায়, কুরআনে ব্যবহৃত 'অভাবী' শব্দের ব্যাখ্যায় উমর রা. বলেছিলেন, গরীব অভাবগ্রস্ত যিম্মীরাও অভাবীর অন্তর্গত হবে।[৮৮] তবে তিনি এসব লোকদেরকে ফাই, খুমুস্ এবং জিযিয়ার ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রের এমন সব তহবিল থেকে সাহায্য করেছিলেন যেগুলোর উৎস যাকাত নয়।

৮৭. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১২৬; আবূ 'উবাইদ, *আল-আমওয়াল*, পৃ. ৬৭; ইবনুল কাইয়িম, *আহকামু আহলিয যিম্মাহ*, খ. ১, পৃ. ১৩৭

৮৮. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১২৬

www.pathagar.com

অধ্যায় : এগারো

অমুসলিমগণ ও জিযিয়া

'জিযিয়া' শব্দটি 'জাযা' থেকে আহরণ করা হয়েছে। এর মূল অর্থ হচ্ছে বিনিময়, প্রতিদান। জিযিয়া হচ্ছে এক ধরনের কর, যা ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের ওপর আরোপ করা হয়। এটা আদায় করা হয় মুসলিম কর্তৃক অমুসলিমদের নিকট থেকে, যাদের বলা হয় যিম্মী (সুরক্ষিত) অথবা চুক্তিবদ্ধ, তাদের জানমালের সংরক্ষণ অথবা যিম্মা প্রদানের বিনিময়ে। জিযিয়া আল-কুরআনের বিধানবলে আদায় করা হয়। আল-কুরআন তার অনুসরণকারীদের বলেছে,

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾

যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনে না ও শেষ বিচারের দিনের প্রতিও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নতি স্বীকার করে স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।[৮৯]

আল-কুরআনের এই আয়াত অনুসারে রাসূলুল্লাহ স. আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহূদী ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করতেন। অবশ্য খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে যখন মুসলিম সৈন্যরা পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসর অধিকার করলো, তখন যে কোনো ধর্মাবলম্বী অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা হয়।

হাদীসের নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়,

রাসূলুল্লাহ স. প্রতি বছরের জন্য প্রত্যেক বালেগ অমুসলিমের ওপর এক দীনার করে জিযিয়া ধার্য করেন এবং মু'আয বিন জাবাল রা.-কে তা আদায়ের নির্দেশ দেন যখন তিনি ইয়ামেনের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৯০]

---

৮৯. সূরা আত-তাওবা : ২৯

৯০. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, (অধ্যায় : আল-খারাজ, পরিচ্ছেদ : আখযুল জিযইয়াহ), হাদীস নং- ৩০৪০। হাদীসটি সহীহ।

www.pathagar.com

খলীফা উমর রা-এর শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হওয়ায় মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও ফিলিস্তীনের উর্বর ভূমিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এ কারণে উমর রা. অমুসলিমদের আয়ের অনুপাতে জিযিয়ার হার বর্ধিত করেন। ধনীদের জন্য চার দীনার, মধ্যবিত্তদের জন্য দুই দীনার এবং নিম্নবিত্তদের জন্য এক দীনার করে মাথাপিছু বার্ষিক জিযিয়ার হার নির্ধারিত হয়।[৯১]

এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জিযিয়া কেবল প্রাপ্তবয়স্ক সক্ষম অমুসলিম ব্যক্তি যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম অথবা যারা ইসলামী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ করেছে, তাদের উপরই ধার্য করা হয়েছে। মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত, অন্ধ, পঙ্গু, দরিদ্র, দুঃস্থ, উন্মাদ এমন ধরনের অমুসলিমদেরকে জিযিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে যাজক, পুরোহিত ও ক্রীতদাসদেরকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।[৯২] ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম সামরিক চাকরিতে যোগদান করে, তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে জিযিয়া থেকে। বর্ণিত আছে, সিরিয়া অধিকার করার সময়ে জুরজানের অধিবাসীরা এই যুক্তি দেখিয়ে জিযিয়া প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করে যে, তারা মুসলিমদের সাথে একত্রে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। মুসলিমগণ এই শর্ত গ্রহণ করে এবং এভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯৩]

শক্তি প্রয়োগ অথবা দমনমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে জিযিয়া আদায় করার অনুমতি নেই। জিযিয়া আদায়ের জন্য অমুসলিমদেরকে অহেতুক সমস্যা ও হয়রানির সম্মুখীন করা যাবে না। সিরিয়ার গভর্নর আবু উবায়দা রা.-কে খলীফা উমর রা. এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন, জিযিয়া আদায়কারীগণ যিম্মীদের কোনো ক্ষতিসাধন অথবা অবৈধভাবে সম্পত্তি থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করতে পারবে না। উমর রা. সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সফরকালে যিম্মীদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায়ের জন্য এই নির্দেশনামা জারি করেন,

لا تعذبوا الناس، فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبون في الأخرة.

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ.

৯১. ড. ওয়াহবাহ, আয-যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, খ. ৮, পৃ. ৪১

৯২. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১২২

৯৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ২, পৃ. ৫৪০-১

www.pathagar.com

তোমরা লোকদেরকে (যিম্মীদের) নির্যাতন করবে না। কেননা যারা লোকদেরকে দুনিয়ায় নির্যাতন করবে, পরকালে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আযাব দেবেন।[৯৪]

হিশাম ইবনু হাকীম দেখতে পান, জনৈক কর আদায়কারী কয়েকজন সিরীয় অমুসলিম কর দিতে অসমর্থ হওয়ায় তাদেরকে সূর্যের তাপে দাঁড় করিয়ে শাস্তি প্রদান করছে। তখন তিনি তাকে তিরস্কার করে বললেন, তুমি এমনটি করছো? রাসূলুল্লাহ স.বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا.

যারা পৃথিবীতে মানুষকে নির্যাতন করবে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি প্রদান করবেন।[৯৫]

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে,

যদি কোনো যিম্মীর জিযিয়া দিতে হয় এবং তা প্রদানের পূর্বেই সে মৃত্যুবরণ করে, তা তার উত্তরাধিকারী অথবা তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আদায় করা যাবে না।[৯৬]

একদা আলী রা. তার জিযিয়া আদায়কারীদেরকে এই মর্মে আদেশ দিয়েছিলেন, তারা জিযিয়া আদায়ের বেলায় এতটা রুক্ষ যেন না হয়, যাতে যিম্মীরা জিযিয়া প্রদানের জন্য তাদের গবাদিপশু অথবা পোশাক-পরিচ্ছদ অথবা অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করতে বাধ্য হয়।[৯৭]

জিযিয়া আদায়ের ব্যাপারে মুসলিমগণ এতই ন্যায়নীতি অবলম্বন করতেন যে, তারা যখন দেখতেন, তারা অমুসলিম প্রজাদের নিরাপত্তা প্রদান করতে পারছেন না, তখন তারা আদায়কৃত জিযিয়া ফেরত দিতেন। ইমাম আবু ইউসুফের সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, ইয়ারমুক যুদ্ধের আগে যখন মুসলিম সৈন্যরা হিম্স,

---

৯৪. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১২৫

৯৫. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায়: আল-বির্‌র ওয়াস সিলাতু.., পরিচ্ছেদ: আল-ওয়া'য়িদুশ শাদীদ..., হা. নং: ৬৮২৪

عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ بِالشَّامِ قَدْ أُقِيمُوا فِى الشَّمْسِ فَقَالَ مَا شَأْنُهُمْ قَالُوا حُبِسُوا فِى الْجِزْيَةِ. فَقَالَ هِشَامٌ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا ».

৯৬. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১২৩

৯৭. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১১৯

www.pathagar.com

দামেশ্ক এবং অন্যান্য অগ্রবর্তী এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়, তখন মুসলিম সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক আবু উবায়দা রা. ঐসব এলাকার অধিবাসীদের কাছ থেকে আদায়কৃত জিযিয়ার পুরোটাই ফেরত দেন।[৯৮] বিজয়ীদের এমন মহানুভব আচরণের সাথে ইতঃপূর্বে ঐসব অমুসলিমের পরিচয় ঘটেনি। তাই তারা মুসলিমদের বিজয় ও প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করেছিল। তারা বলেছিল,

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْتُمْ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الرُّوْمِ وإِنْ كَانُوْا عَلَى دِيْنِنَا أَنْتُمْ أَوْفَى لَنَا وَأَرْأَفُ بِنَا وَأَكَفُّ عَنْ ظُلْمِنَا وَأَحْسَنُ وَلاَيَةً عَلَيْنَا.

হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা আমাদের কাছে রোমানদের চাইতে অধিকতর প্রিয়, যদিও তারা আমাদের স্বধর্মী। কেননা তোমরা অধিকতর অঙ্গীকার রক্ষাকারী, দয়ালু, যুলম প্রতিহতকারী এবং আমাদের উত্তম শাসক।[৯৯]

দুর্ভাগ্যবশত বিশেষ করে জিযিয়া কর ধার্য করার বিষয়টি অমুসলিম পণ্ডিতদের দ্বারা খুব রূঢ় ও তিক্ত ভাষায় সমালোচনার শিকার হয়েছে। আল-কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের[১০০] উল্লেখ করে তারা অভিযোগ করেন, যিম্মীদের ওপর জিযিয়া ধার্য করা হয়েছে শাস্তি হিসেবে তাদের অবিশ্বাসের কারণে এবং তাদেরকে নির্যাতন করার জন্য। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতদুষ্ট ও অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যুদ্ধরত অবিশ্বাসীদেরকে আত্মসমর্পণ অথবা মুসলিম শাসনের কাছে বশ্যতা অথবা জিযিয়া প্রদান করতে বাধ্য করতে হবে। অতএব, আয়াতটিতে মুসলিম শাসনের নিকট অমুসলিমদের পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের দেশ মুসলিম সৈন্যবাহিনী অধিকার করায় এটাই ছিল স্বাভাবিক। অমুসলিমগণ সর্বদা জিযিয়া প্রদানকালে লাঞ্ছিত-অপমানিত হবে এটা ভুল ধারণা এবং এই আয়াতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা।

মুসলিম পণ্ডিতগণ ও বিচারকগণ ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মীদের উপর জিযিয়া কর ধার্য করাকে নিম্নরূপ কারণে জায়েয বলেছেন,

১. প্রত্যেক ইসলামী রাষ্ট্র (এটাই প্রযোজ্য যে) যখন আক্রান্ত হয় এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, তখন রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করা প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক।

---

৯৮. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১২০

৯৯. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ১৩৯; ইবনু হিবাতিল্লাহ, *তারীখু মাদীনাতি দিমাশক*, খ. ৪১, পৃ. ১৩০

১০০. সূরা আত-তাওবা : ২৯

www.pathagar.com

বৈদেশিক আগ্রাসনের সময় জিহাদে অথবা সামরিক চাকরিতে অংশগ্রহণে প্রত্যেক সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম বাধ্য। কিন্তু অমুসলিম নাগরিক, যারা ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী নয়, তাদের জন্য এটা বাধ্যতামূলক নয়। স্বাভাবিকভাবেই এটা আশা করা যায় না যে, যুদ্ধে যোগদান করতে তারা ধর্মীয়ভাবে বাধ্য। যেহেতু অমুসলিমরা সামরিক চাকরি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত, সেহেতু সার্বিক ন্যায়নীতির বিবেচনায় নাগরিক দায়িত্ব ভাগ করে নেয়ার ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া প্রয়োজন।

২. ইসলামী রাষ্ট্র তার অমুসলিম নাগরিকদের জানমাল ভেতর ও বাইরের বিপদ থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। অধিকন্তু, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সকল প্রকার নাগরিক অধিকারও সংরক্ষণ করা হয়। এসব অমুসলিমরা হয় যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে অথবা আত্মসমর্পণ করেছে। তবু তাদেরকে মেরে ফেলা হয়নি অথবা যুদ্ধের খেসারতও দিতে হয়নি। বরং তাদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন এবং যে কোনো আক্রমণ থেকে তাদেরকে সংরক্ষণ করা হয়। সুতরাং তাদের রক্ষাকবচ হিসেবেই তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করা হয়েছে।

৩. একটি ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকরা যাকাত প্রদান করে। অথচ অমুসলিমদের এটা দিতে হয় না। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থিক দায়ভারের অংশীদার হিসেবে অমুসলিমরা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কিছু দান করবে।

৪. যাকাত প্রত্যেক মুসলিম নারী পুরুষ, প্রত্যেকেই প্রদান করে থাকেন যদি তিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন। অপরদিকে কেবল যুদ্ধে অংশগ্রহণে সক্ষম, সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অমুসলিমকেই জিযিয়া দিতে হয়। মহিলা, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক, রোগী, অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি, দরিদ্র, ভিক্ষুক, যাজক বা পুরোহিত প্রমুখ জিযিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। যেসব অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক চাকরিতে যোগ দেয় তারাও জিযিয়া কর প্রদান থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়। কিন্তু মুসলিমরা দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করলেও যাকাত প্রদান করা থেকে অব্যাহতি লাভ করে না। তাছাড়া জিযিয়া'র হার যাকাতের হারের চেয়ে অনেক কম। কারণ জিযিয়ার সর্বোচ্চ হার হলো মাথাপিছু বার্ষিক ৪ দীনার

www.pathagar.com

অথবা ৪৮ দিরহাম। অথচ যাকাতের অংশ তা প্রদানকারীর ধন-সম্পত্তির অনুপাতে বিরাট পরিমাণেরও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন যিম্মীর এক মিলিয়ন দীনার পরিমাণ সম্পদ থাকলেও তিনি মাত্র ৪ দীনার জিযিয়া কর দেবেন। কিন্তু ঐ একই পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হলে একজন মুসলিম ২৫ হাজার দীনার যাকাত প্রদান করতে বাধ্য।

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, একটি আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে জিযিয়া সংগ্রহ করা হবে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ড. হামীদুল্লাহ'র এ সংক্রান্ত মতামত আমরা বিবেচনা করতে পারি। তিনি বলেন,

ইসলামের সূচনায় মদীনা বা অন্য কোথাও মুসলিম রাষ্ট্রে এই ট্যাক্স বিদ্যমান ছিলো না। হিজরী ৯ সালের দিকে আল-কুরআন এই ট্যাক্স দেয়ার বিধান ঘোষণা করে। এটা ছিল যুক্তিযুক্ত। ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসজনিত দায়িত্বের সাথে জিযিয়ার সম্পর্ক নেই। নিম্নে উদ্ধৃত ঘটনাবলি থেকে এর দৃষ্টান্ত মেলে। যুহ্‌রীর সূত্রে ইবনে সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ স. তাঁর ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুর মুহূর্তে ঘোষণা করেন,

لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطي

যদি সে বেঁচে থাকতো, তাহলে ইবরাহীমের মায়ের প্রতি সম্মানার্থে আমি সব কপ্টিক খ্রিস্টানকে জিযিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি দিতাম।[১০১] উল্লেখ্য যে, ইবরাহীমের মাতা ছিলেন কপ্টিক খ্রিস্টান।

যখন একজন মিসরীয় অমুসলিম মুসলিম সরকারের কাছে প্রাচীন একটি খাল ফুসতাত (কায়রো) হতে লোহিত সাগর পর্যন্ত পুনর্খনন প্রকল্প পেশ করলো (যাতে মিসর থেকে মদীনা পর্যন্ত নৌপথে খাদ্যসামগ্রী পরিবহনে সুবিধা হয়), তখন খলীফা উমর রা. তাকে সারাজীবনের জন্য জিযিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। উপরোক্ত খালটি 'নাহ্‌র আমীর আল-মুমিনীন' নামে বিখ্যাত। এমন অনেক আইনজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছেন যারা মত প্রকাশ করেন যে,

---

১০১. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ১৪৪ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। শায়খ আলবানী (রাহ.)-এর মতে, এটি মাওদূ' অর্থাৎ জাল। (আলবানী, *সাহীহ ও দা'ঈফুল জামি'ইস সাগীর*, খ. ২১, পৃ. ২৯৬, হাদীস নং- ১০২৯৬) -সম্পাদক

www.pathagar.com

> মুসলিমদের স্বার্থের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবাইকে বিবেচনা করতে হবে। কারণ ইসলাম সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত হয়েছে। অমুসলিমদের শাসনাধীন দেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ মুসলিম বসবাস করছে। খ্রিস্টান, ইহূদী, হিন্দু এবং অন্যান্য যারা ইসলামী রাষ্ট্রে রয়েছে তাদের উপর যদি জিযিয়া ধার্য করা হয়, তাহলে খ্রিস্টান ও অন্যদের দেশগুলোতে বসবাসরত মুসলিমদের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।

আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ স. ও খুলাফায়ে রাশিদীনের নীতি অনুযায়ী অমুসলিমদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করা হয়েছে যখন তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হতো অথবা আসন্ন পরাজয়ের আশঙ্কায় মুসলিম শাসনের কাছে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করতো। আধুনিক কোনো মুসলিম রাষ্ট্র তার অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকার করেছে বলে দাবি করতে পারে না। অমুসলিম সংখ্যালঘুরা কোনো না কোনোভাবে মুসলিমদের সাথে আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করছে। অতএব, বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর জিযিয়া আরোপ করা উচিত হবে না। কারণ এটা করতে গেলে ইসলামের শিক্ষার উদ্দেশ্য আমরা পুরোপুরি অর্জন করতে পারবো না। তদুপরি জিযিয়া থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণও নেহায়েত স্বল্প। অথচ অমুসলিম দেশের মুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর এর প্রতিক্রিয়া ব্যাপক হতে পারে। জিযিয়ার পরিবর্তে অমুসলিম এবং মুসলিম উভয় ধরনের নাগরিকদের ওপর সম্পদ-কর আরোপ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। অবশ্য সম্পদ-কর থেকে মুসলিম নাগরিকগণের ঐসব সম্পদ মুক্ত রাখা উচিত যেগুলো বাবদ তারা যাকাত প্রদান করে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় : বারো

ইসলামের ইতিহাসে অমুসলিমদের প্রতি আচরণ

আমরা ইতঃপূর্বে মদীনা সনদ, নাজরানের খ্রিস্টানদের কাছে রাসূলুল্লাহ স.-এর পত্র এবং তাঁর হাদীসসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি। এগুলো থেকে জানা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের প্রতি সদয় ও উদার আচরণকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ স.-এর পরবর্তী উত্তরাধিকারী খুলাফায়ে রাশিদীন অমুসলিমদের প্রতি যে আচরণ করেছেন, সে সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত সৈয়দ আমীর আলী'র অভিমত উদ্ধৃত করা যাক। তিনি লিখেছেন,

> এমন কোনো বিজয়ী জাতি অথবা ধর্মবিশ্বাস আছে কি, যে তার অধীনস্থ প্রজাদেরকে এর চেয়ে উন্নত কোনো গ্যারান্টি দিয়েছে, যা রাসূলের স. এই উক্তিতে পাওয়া যায়? নাজরানের (খ্রিস্টানদের প্রতি) এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের প্রতি আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিরাপত্তা এবং তাঁর রাসূলের স. প্রতিশ্রুতি প্রসারিত হয়েছে, যা তদের জীবন, ধর্ম ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে কার্যকর। যারা বর্তমানে আছে তারা ছাড়াও অনুপস্থিত ও অন্যদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। তাদের ধর্মবিশ্বাস (ও তজ্জনিত আচার-প্রথা) এবং পূজা-পার্বণে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না অথবা তাদের অধিকার ও সুবিধাদিতে আনা হবে না কোনো পরিবর্তন। কোনো যাজককে তার পদ থেকে, কোনো ভিক্ষুকে তার মঠ থেকে এবং কোনো পুরোহিতকে তার পৌরোহিত্য থেকে অপসারণ করা হবে না। আর তারা তাদের ছোট-বড় সব সুযোগ-সুবিধাই আগের মতো ভোগ করতে থাকবে। কোনো প্রতিকৃতি বা ক্রুশ ধ্বংস করা হবে না। তারা কারো ওপর অত্যাচার করবে না অথবা অত্যাচারিত হবে না। অন্ধকার যুগের ন্যায় তারা রক্তের বদলা নেয়ার অধিকার পাবে না। তাদের উপর জমি বা ফসলের এক-দশমাংশ কর ধার্য করা হবে না কিংবা সৈন্যদলের রসদ যোগাতে হবে না তাদেরকে।
>
> হীরা দখলের পর এবং জনগণ আনুগত্যের শপথ নেয়ার সাথে সাথেই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রা. একটি ঘোষণা জারী করেন যার দ্বারা তিনি খ্রিস্টানদের প্রাণ, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন, উৎসবাদি উপলক্ষে তাদেরকে 'নাকূস' বাজাতে এবং তাদের ক্রুশ

www.pathagar.com

নিয়ে শোভাযাত্রা করতে বাধা প্রদান করা হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, "এই ঘোষণা খলীফা এবং তার পরিষদ কতৃক অনুমোদিত হয়েছে।"

আইনের কাছে মুসলমান ও যিম্মী ছিল সম্পূর্ণ সমান। খলীফা আলী রা. বলেন, وَدِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا "তাদের রক্ত আমাদের রক্তের অনুরূপ"।[১০২]

অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদানের বেলায় শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। ইসলামের আইন হচ্ছে, যদি কোনো মুসলিম কর্তৃক একজন যিম্মী নিহত হয়, তাহলে এই মুসলিম ব্যক্তি সে একই শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য, যা কোনো যিম্মী একজন মুসলিমকে হত্যা করলে ভোগ করবে।

সৈয়দ আমীর আলী 'দি স্পিরিট অব ইসলাম' পুস্তকে অন্য এক স্থানে লিখেছেন,

> একজন সুযোগ্য লেখক বলেছেন যে, ইসলাম তার ধর্মকে উপস্থাপন করেছে, কিন্তু কখনো জবরদস্তি করেনি। এই ধর্মকে গ্রহণ করলে বিজিতরা বিজয়ীদের সমান অধিকার লাভ করবে বলে বিধান দিয়েছে। পৃথিবীর শুরু থেকে নবী মুহাম্মদ স.-এর সময় পর্যন্ত প্রত্যেক বিজয়ী পরাজিত রাষ্ট্রগুলোকে যে অবস্থায় পতিত করেছিল, ইসলাম তাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

ইসলামী আইনের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রে বিবেকের মুক্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিটি অমুসলিম ধর্মের জন্যই নিশ্চিত করা হয়েছে। আল-কুরআনের আয়াত :

﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾

ধর্মে (ইসলাম) কোনো জবরদস্তি নেই।[১০৩]

ইসলাম ধর্মের সহিষ্ণুতা ও মহানুভবতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾

যদি তোমার রব ইচ্ছা করতেন, নিশ্চয়ই তাহলে যারা পৃথিবীতে আছে, সবাই ঈমান গ্রহণ করতো। তাহলে কি তুমি মানুষকে মু'মিন হতে জবরদস্তি করবে?[১০৪]

---

১০২. 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *বাদাইয়ুছ ছানা'ই*, খ. ৭, পৃ. ১১১

১০৩. সূরা আল-বাকারাহ : ২৫৬

www.pathagar.com

এসবই হচ্ছে এমন একজন শিক্ষকের উপদেশ, যাঁকে গোঁড়া ও অসহিষ্ণু হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এটা মনে রাখা উচিৎ, এসব উক্তি একজন ক্ষমতাশূন্য উদ্যমী অথবা দার্শনিক স্বপ্নদর্শী এবং বিরোধী শক্তি দ্বারা বিপর্যস্ত ব্যক্তির নয়। এসব উক্তি এমন একজন ব্যক্তির, যিনি প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী, যিনি যথার্থ শক্তিশালী ও সুসংগঠিত রাষ্ট্রের প্রধান এবং যিনি তাঁর তলোয়ারের মাধ্যমে নিজ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ের সময় যখন রাসূলুল্লাহ স. মক্কার পুরাতন পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে চুরমার করলেন, তখন তিনি তা ক্রোধবশত কিংবা ধর্মীয় উন্মাদনায় করেননি, বরং করেছেন করুণাবশত। তিনি বলেছেন,

﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾

সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।[১০৫]

তিনি ঘোষণা করেছেন সাধারণ ক্ষমা প্রায় সর্বজনীনভাবে এবং দুর্বল ও দরিদ্রের জন্য রক্ষাকবচ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন, আর পলাতক ভৃত্যদেরকে করেছেন মুক্ত। মুহাম্মদ স. কেবল সহিষ্ণুতার বাণীই প্রচার করেননি, বরং এটাকে আইনে পরিণত করেছেন, সমস্ত বিজিত জাতিকে প্রদান করেছেন উপাসনার স্বাধীনতা। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুসরণ এবং আচার-প্রথা পালনের জন্য নামমাত্র কর প্রদানই একমাত্র ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধার্য ছিল। একবার কর প্রদানে তারা সম্মত হলেই তাদের ধর্ম অথবা বিবেকের স্বাধীনতার প্রতি যে কোনো হস্তক্ষেপ ইসলামী আইনের প্রত্যক্ষ বরখেলাফ হিসেবে বিবেচিত হতো।

কতক অমুসলিম লেখক কর্তৃক রাসূলুল্লাহ স.-এর অমুসলিমদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে অযৌক্তিক সমালোচনার উত্তর দিয়েছেন সৈয়দ আমীর আলী। তিনি বলেছেন,

> ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজারা মারাত্মক সব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কাজ করে- এরূপ বহু পুরনো তত্ত্বের সমর্থনে কেবল পরবর্তী যুগের আইন প্রণেতা ও আইনজ্ঞদের সংকীর্ণ মতের রেফারেন্সই দেয়া হয় না, আল-কুরআনের কিছু নির্দিষ্ট আয়াতেরও উল্লেখ করা হয়। এসবের উদ্দেশ্য এটাই দেখানো যে, রাসূলুল্লাহ স. অমুসলিমদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিতেন না কিংবা তাদের সাথে তাঁর অনুসারীদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে উৎসাহিত করেননি। এ বিষয়টি প্রসঙ্গে

১০৪. সূরা ইউনুস : ৯৯

১০৫. সূরা আল-ইসরা : ৮১

www.pathagar.com

আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের কিছুতেই ভুলে গেলে চলবে না, যখন এসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তখন ইসলামকে জীবন-মরণ সংগ্রামের চাপ ও পীড়নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। পৌত্তলিক ইহূদী ও খ্রিস্টানরা নব প্রবর্তিত বিশ্বাস থেকে মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য প্রায়শ যে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ উপায় অবলম্বন করতো তার কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এহেন পরিস্থিতিতে বৈরী বিধর্মীদের দুরভিসন্ধি ও জঘন্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অনুসারীদের সতর্ক করে দেয়াটা রাসূলের স. দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনি সময় তিনি দুশমনদের বিশ্বাসঘাতকতার কবল থেকে নিজের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকে বাঁচানোর জন্য প্রয়াস পেয়েছিলেন বলে তুলনামূলক ইতিহাসের কোনো ছাত্র তাঁকে দোষারোপ করতে পারে না। যখন আমরা অমুসলিম প্রজাদের সাথে তাঁর আচরণের প্রতি লক্ষ্য করি, আমরা বিশেষত বিশাল হৃদয়ের সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির পরিচয় পাই সেখানে।

রাসূলুল্লাহর স. মদীনার ইহূদীদের সাথে আচরণ, বিশেষ করে ইহূদী গোত্র 'বনু কুরায়যা'র লোকদেরকে হত্যার বিষয়টি অমুসলিমদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। যা হোক অমুসলিম ইতিহাসবিদ লেনপুল এটাকে সমর্থন করে বলেছেন,

আমি বিশ্বাস করি, কেবল ইহূদীদের সাথে মুহাম্মাদের স. আচরণের কারণেই তাকে 'রক্তপিপাসু অত্যাচারী' বলা হয়। তবে অন্যান্য কারণে এই অভিধাকে সমর্থন করা নিশ্চিতভাবেই কঠিন। রক্তপিপাসু প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে, প্রায় অর্ধ-ডজন ইহূদী যারা মুসলিমদের প্রতি তাদের অত্যন্ত তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের জন্য সবিশেষ পরিচিত অথবা মদীনার অভিন্ন শত্রুদের নিকট সংবাদ সরবরাহের অভ্যাসের দরুনও তারা চিহ্নিত, তাদেরকে আইনানুগভাবে হত্যা করা হয়। ইহূদীদের তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যে দুইটিকে নির্বাসনে পাঠানো হয় (পূর্বে তারা যেমন নির্বাসিত হয়ে এসেছিল) এবং তৃতীয় গোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করা হয়, পুরুষদের হত্যা এবং মহিলা ও শিশুদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল। চিহ্নিত অর্ধ-ডজন ইহূদীর হত্যাকে বলা হয়েছে গুপ্ত হত্যা। কারণ একজন মুসলিমকে এসব অপরাধীর প্রত্যেককে হত্যার জন্য গোপনে প্রেরণ করা হয়েছিল।

এর কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মদীনাতে তখন কোনো পুলিশ অথবা আদালত, এমনকি কোনো কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা ছিলো না। অতএব মুহাম্মাদের স.

www.pathagar.com

অনুসারীদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবেই। আর কাজটা চুপিচুপি করাই উত্তম। কারণ একজন মানুষকে তার গোত্রের সম্মুখে প্রকাশ্যে হত্যা করা হলে হাঙ্গামা, আরও রক্তপাত ও প্রতিশোধস্পৃহার সৃষ্টি হতে পারতো এবং গোটা শহর এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। শাস্তিপ্রাপ্ত তিনটি সম্পূর্ণ গোত্রের মধ্যে দুটোকে প্রদত্ত নির্বাসনদণ্ড ছিল যথেষ্ট নমনীয়। এসব গোত্র ছিল উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। এরা সর্বদা মদীনার লোকজনের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকতো। পরিশেষে একটি গোত্রকে বহিষ্কার করতে হয় বিবাদের জের ধরে বিদ্রোহের দায়ে। অবাধ্যতা, শত্রুপক্ষের সাথে আঁতাত এবং রাসূলুল্লাহ স.-এর জীবননাশের লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সন্দেহে দ্বিতীয় গোত্রটিকেও নির্বাসিত করতে হয়েছিল। উভয় গোত্রই মূল চুক্তি লঙ্ঘন করেছে এবং মুহাম্মদ স. ও তাঁর প্রচারিত ধর্মকে হেয় ও ধ্বংস করার সর্বাত্মক অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

এক্ষেত্রে একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, তাদেরকে প্রদত্ত শাস্তি খুব হালকা ছিল কিনা? তৃতীয় গোত্র সম্পর্কে একটি ভয়াবহ নযীর সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য এটা মুহাম্মদ স. কর্তৃক হয়নি, বরং তাদের নিজেদের দ্বারা নিযুক্ত একজন সালিশ দ্বারা হয়েছিল। যখন কুরাইশ এবং তাদের মিত্ররা মদীনা ঘেরাও করে রেখেছিল এবং প্রতিরক্ষা ব্যূহের নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তখন এই ইহূদী গোত্র শত্রুপক্ষের সাথে আলোচনা আরম্ভ করে। এটা মুহাম্মাদ স.-এর কূটনৈতিক দক্ষতা দ্বারা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। যখন শত্রুরা ঘেরাও তুলে নেয়, মুহাম্মদ স. স্বাভাবিকভাবেই ইহূদীদের কাছে কৈফিয়ত দাবি করলেন। তারা তাদের একগুঁয়েমি মাফিক এতে বাধা প্রদান করে এবং নিজেরাই ঘেরাও হয়ে পরে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করে তারা ঠিক কাজটিই করেছিল। মুহাম্মদ স. অবশ্য ইহূদীদের বন্ধু গোত্রের একজন নেতাকে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করতে সম্মত হন, যিনি তাদের সম্পর্কে রায় ঘোষণা করবেন। উক্ত ব্যক্তি একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন যিনি ইহূদীদের উপর হামলায় আহত হয়েছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে একই দিনে এই আঘাতের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। এই নেতা রায় দিলেন, প্রায় ৬০০ পুরুষকে হত্যা করতে হবে আর মহিলা ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস করে রাখতে হবে। এই শাস্তি কার্যকর করা হয়েছিল।

এই শাস্তি ছিল কঠোর ও রক্তপাতপূর্ণ। এ্যালবাইজেন্সদের বিরুদ্ধে বিশপ শাসিত সেনাপতিদের আচরণ অথবা কঠোর নীতিবাগীশ অগাস্টাস আমলের

www.pathagar.com

কর্মকাণ্ড ছিল এমনই। কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই লোকদের অপরাধ ছিল অবরোধকালে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মারাত্মক বিদ্রোহ। কীভাবে ওয়েলিংটনের অগ্রাভিযানের পথ দলত্যাগী লুণ্ঠনকারীদের গাছে ঝুলন্ত মৃতদেহ দ্বারা চেনা যেতো, সে বিবরণ যারা পড়েছেন, তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোত্রের সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।[১০৬]

মুসলিমরা যখন পারস্য, আফ্রিকা ও স্পেন জয় করেছিল, তখন তাদেরকে সাধারণ মানুষ ত্রাতা ও মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে বিখ্যাত মুসলিম মনীষী সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন,

ফলস্বরূপ যেখানেই মুসলিম মিশনারী-সৈন্যগণ উপস্থিত হয়েছেন, সেখানেই তাদেরকে নিপীড়িত জনগণ ও নির্যাতিত অমুসলিমরা অভিনন্দন জানিয়েছে দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার অগ্রদূত হিসেবে। ইসলাম তাদের জন্য এনেছিল আইনের চোখে বাস্তব সাম্য এবং নির্ধারিত পরিমাণ কর আদায়ের নিয়ম। কাদেসিয়ার যুদ্ধ, যা পারস্য দেশকে মুসলিমদের হাতে অর্পণ করেছে; অধিকাংশ পারস্যবাসীর জন্য ছিল মুক্তির বার্তা। ইয়ারমুক ও আজনাদায়ন-এর যুদ্ধসমূহ সিরিয়াবাসী, গ্রীক ও মিসরীয়দের জন্য ছিল অনুরূপ। অগ্নি উপাসক যরথুস্ত্রবাদীরা ইহূদীদেরকে বারবার নির্দয়ভাবে দলে দলে হত্যা করেছে এবং খ্রিস্টানদের হত্যা করার জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পশ্চাদ্ধাবন করেছে। তারা সবাই রাসূলের স. অধীনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। রাসূলের স. ঈমানের মূল কথাই ছিল মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব। পৃথিবীর সর্বত্র জনগণ মুসলিমদেরকে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে যেখানেই কোনো প্রতিরোধ এসেছে, তা এসেছে পাদ্রী-পুরোহিত ও অভিজাত শ্রেণীর কাছ থেকে।

আফ্রিকা ও স্পেন বিজয়ের ক্ষেত্রে একই ফলাফল হয়েছে। আরিয়ান, পেলাজিয়ান এবং অন্যান্য যারা ছিল প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী, তারা গোঁড়াদের প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঘৃণার শিকার হয়েছিল, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা অরাজকতা সৃষ্টিকারী সৈন্যবাহিনী এবং আরও অধিক অসংযত ও যথেচ্ছাচারী যাজক সম্প্রদায় দ্বারা ভয়াবহভাবে নিপীড়িত হয়েছে, তারা ইসলামের

---

১০৬. সৈয়দ ইয়াকুব শাহ কর্তৃক রচিত 'ওয়েস্টস ট্রিবিউট্স টু ইসলাম' থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

আওতায় শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধান লাভ করেছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, নেমেসিসের (অন্যায়ের প্রতিশোধের অধিষ্ঠাত্রী প্রাচীন গ্রীক দেবী) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে প্ররোচিতকৃত ইহূদীরা মুসলিমদের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিল তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকারীদেরকে। অথচ রাসূলের স. প্রতি তাদের শত্রুতা ইসলামিক কমনওয়েলথ-এর ধ্বংস প্রায় ডেকে এনেছিল। সব খ্রিস্টান জাতি কর্তৃক লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত, ঘৃণিত ও বিদ্বেষের শিকার এই ইহূদীরা ইসলামের মাঝে সেই আশ্রয় এবং অমানুষিক অবস্থা থেকে নিরাপত্তা খুঁজে পেয়েছিল যা খ্রিস্টজগত তাদেরকে দিতে অস্বীকার করেছিল নিষ্ঠুরতার সাথে।

স্পেনের ভূমিতে আগমনের অব্যবহিত পরেই মুসলিমগণ জাতি-ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে প্রজাদের নিশ্চয়তা প্রদান করে একটি অনুশাসন প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে সবাইকে স্বাধীনতা দেয়া হয় সর্বাধিক মাত্রায়। মুসলিমদের সাথে একই মর্যাদা প্রদান করা হয় সুয়েভি, গথ্, ভ্যান্ডাল, রোমক ও ইহূদীদেরকে। তারা খ্রিস্টান ও ইহূদী উভয়কে নিজ নিজ ধর্ম পরিপূর্ণভাবে পালন, তাদের উপাসনা স্থানসমূহের অবাধ ব্যবহার এবং ব্যক্তি ও সম্পত্তির প্রকৃত নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদান করেছে। তাদের এমনকি অনুমোদিত সীমার মধ্যে নিজস্ব আইন মোতাবেক চলা এবং সব বেসামরিক অফিসে চাকরি করা এবং সেনাবাহিনীতে কাজ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল। বিজয়ীদেরকে বিবাহ করার জন্য তাদের মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। স্পেনে আরবদের আচরণ কি আধুনিক যুগেও বিজিত জাতিসমূহের সাথে বহু ইউরোপীয় জাতির আচরণের বিস্ময়করভাবে বিপরীত নয়?

তিনি আরও লিখেছেন,

অমুসলিম প্রজাদের কল্যাণ সাধনের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন বিধায় বাগদাদের খলীফারা তাদের কর্ডোভাস্থ প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতো বিশেষ বিভাগ সৃষ্টি করেছিলেন। এর দায়িত্ব ছিল যিম্মীদের নিরাপত্তা প্রদান এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ। এই বিভাগের প্রধান বাগদাদে 'কাতিবুল জিহাবাযেহ' এবং স্পেনে 'কাতিবুয যিমাম' নামে অভিহিত হতেন। দিল্লীর মোগল সম্রাটদের আমলে হিন্দুরা সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিতো, প্রদেশসমূহ শাসন করতো এবং সম্রাটদের কার্যপরিষদে আসন গ্রহণ করতো। এমনকি বর্তমান সময়ে এটা কি বলা যায় যে, কোনো ইউরোপীয় সম্রাটের শাসনে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে কোনো পার্থক্য করা হয় না?

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় : তের

সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ : ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে তুলনা

সংখ্যালঘুদের সাথে খ্রিস্টানদের ও ইসলামের আচরণের মধ্যে তুলনা করে সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন,

> ইসলাম তলোয়ারকে হস্তগত করে আত্মরক্ষার্থে এবং ইসলাম সর্বদাই এটা করবে। কিন্তু ইসলাম কখনো কোনো নৈতিক বিশ্বাসের মতামতে হস্তক্ষেপ করেনি, কখনও নির্যাতন করেনি এবং কখনও ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের কারণে বিচারের জন্য আদালত বসায়নি, যেমন করেছিল রোমের পাদ্রীরা। ইসলাম কখনো ভিন্ন মতামতকে দমিয়ে রাখা, কারো বিবেককে কঠোরতার সাথে দমন অথবা প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা বা নির্মূল করার জন্য নির্যাতনের উপকরণ উদ্ভাবন করেনি। ইতিহাসের পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন, এমন কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, খ্রিস্টের চার্চ যখন নিজেরা সর্বাপেক্ষা অভ্রান্ত বলে ভান করতো, তখন এই চার্চ এত বেশি নির্দোষ ব্যক্তির রক্ত ঝরিয়েছে যা মানবজাতির ইতিহাসে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান করতে পারেনি। যে সমস্ত নর-নারী চার্চকে অমান্য করেছে অথবা অন্য কোন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে, চার্চ তাদের প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে। ১৫২১ সালে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতাকারীদের হত্যা এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য পঞ্চম চার্লস আদেশ জারী করেছিলেন। গোঁড়া খ্রিস্ট ধর্মমত গ্রহণে অস্বীকৃতির শাস্তি ছিলো আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, ফাঁসি, জিহ্বা উপড়ে ফেলা অথবা মুচড়ে দেয়া। ইংল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্টদের আধিপত্য কায়েমের পর একের পর এক, অনেকের রাজত্বকাল জুড়ে প্রেসবাইটেরিয়ানদেরকে কারারুদ্ধ, কলঙ্ক চিহ্নিত, অঙ্গচ্ছেদ, বেত্রাঘাত এবং কাষ্ঠনির্মিত শাস্তিস্তম্ভে ঝুলিয়ে প্রদর্শন করা হয়। স্কটল্যান্ডে পাহাড়ের উপরে তাদেরকে হন্যে হয়ে খোঁজা হয়, অপরাধীদের মতো। তাদের কান গোড়া থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। জ্বলন্ত লোহার ছ্যাঁক দেয়া হয় তাদের গায়ে। তাদের হাতের আঙ্গুলগুলো টুকরা টুকরা করা হয়। তাদের পায়ের হাড়গুলো বুট-জুতা দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। মহিলাদেরকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করতে করতে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। ক্যাথলিকদের নিপীড়ন এবং ফাঁসি প্রদান করা হতো।

www.pathagar.com

খ্রিস্ট ধর্মানুযায়ী শৈশব ও প্রাপ্তবয়সে দু'বার পবিত্র পানি দ্বারা অভিসিঞ্চনে বিশ্বাসী-এ্যানাব্যাপ্টিস্ট ও আর্যদের পুড়িয়ে মারা হতো। কিন্তু অখ্রিস্টানদের প্রতি ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট, গোঁড়া ও অন্যদের অর্থাৎ সব খ্রিস্টানের মনোভাব ছিল একই। মুসলিম ও ইহূদীরা খ্রিস্টীয় জগতের দৃষ্টিতে ছিল অগ্রহণযোগ্য। ইংল্যান্ডে ইহূদীদের নিপীড়ন করা এবং ফাঁসি দেয়া হতো। স্পেনে মুসলিমদেরকে পোড়ানো হয়েছিল। খ্রিস্টান ও ইহূদী এবং খ্রিস্টান ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে বিবাহবন্ধন আইনত বাতিল করে দেয়া হতো। প্রকৃতপক্ষে এটা ভয়াবহ এবং মারাত্মক কষ্টদায়ক শাস্তির আওতায় নিষিদ্ধ ছিল। এমন কি এখনও খ্রিস্টান অধ্যুষিত আমেরিকা একজন খ্রিস্টান নিগ্রোকে পুড়িয়ে মারে খ্রিস্টান শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে বিবাহ করার কারণে। খ্রিস্টধর্মের পরিণাম দাঁড়িয়েছে এমনই।

তিনি আরো বলেছেন,

আসুন, এই চিত্র থেকে এখন আমরা ইসলামী জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করি। গোঁড়া খ্রিস্টানরা ইহূদী এবং নেস্টোরিয়ানদেরকে সমান হিংস্রতার সাথে নির্যাতন করে হত্যা করতো। ইসলাম তাদেরকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা, দুটোই দিয়েছে। খ্রিস্টানরা মনে করতো, এরা যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধকারীদের বংশধর এবং তাদের পূর্বপুরুষরা তার মাতাকে শ্রদ্ধা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। যখন খ্রিস্টান ইউরোপ কথিত ডাকিনী ও ধর্মদ্রোহীদেরকে পুড়িয়ে মারছিল এবং ইহূদী ও অবিশ্বাসীদেরকে গণহত্যার মাধ্যমে নিধন করছিল, তখন মুসলিম শাসকগণ তাদের অমুসলিম প্রজাদের সাথে সুবিবেচনা ও সহিষ্ণু আচরণ করছিলেন। তারা রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত প্রজা এবং সম্রাটের উপদেষ্টা ছিলেন। ইহজাগতিক বিষয় সংশ্লিষ্ট সব অফিস মুসলিমদের মতো তাদের জন্যও উন্মুক্ত ছিল। মহানবী স. নিজে মুসলিমদের সাথে খ্রিস্টান ও ইহূদীদের আন্তঃবিবাহ আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কারণেই এর বিপরীত কাজের অনুমতি দেয়া হয়নি। মুসলিম তুরস্ক ও ইরান তাদের বৈদেশিক স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব দেয় খ্রিস্টান প্রজাদেরকে। খ্রিস্টজগতে বিভিন্ন ধর্মের অনুসরণ অপরাধ বলে গণ্য হয়ে আসছে। কিন্তু ইসলামের অনুসারীদের কাছে এটা নিছক দুর্ঘটনা।

সৈয়দ আমীর আলী আরো বলেন,

অ-খ্রিস্টানরা- ইহূদী, প্রচলিত ধর্মে অবিশ্বাসী অথবা পৌত্তলিকগণ খ্রিস্টান আধিপত্যে অনিশ্চিত জীবন যাপন করতো। গণহত্যার শিকার হবে অথবা

www.pathagar.com

ভৃত্যে পরিণত হবে, এটা ছিল তাদের জন্য নেহায়েত ভাগ্যের ব্যাপার। তাদের কোনো অধিকারই ছিল না। যদি তারা কষ্ট করে হলেও বেঁচে থাকতো, সেটাই যেন যথেষ্ট ছিল। যদি কোনো খ্রিস্টান একজন অখ্রিস্টানের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতো; বৈধ সম্পর্ক স্থাপনের তো প্রশ্নই ছিলো না, তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। ইহূদীরা খ্রিস্টানদের সাথে একই টেবিলে খেতে বা পান করতে অথবা বসতেও পারতো না। এমন কি তাদের মতো পোশাক পরিধান করতেও পারতো না। ব্যারন, বিশপ বা উন্মত্ত জনতার খেয়ালখুশী মোতাবেক তাদের ছেলেমেয়েদের তাদের বাহুবন্ধন থেকে ছিনিয়ে নেয়া হতো এবং তাদের মালামাল লুট করা হতো। এই অবস্থা সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত বিরাজ করছিল।

যতক্ষণ অবরুদ্ধ হীরার স্বাধীনতার ধ্বনি প্রগাঢ়ভাবে ধ্বনিত হয়নি-যতক্ষণ না তিনি মানবজাতির বাস্তব সাম্যের ঘোষণা দিলেন, যতদিন পর্যন্ত না শ্রেণীগত সব সুবিধা বিলুপ্ত করলেন এবং শ্রমিককে মুক্ত করে দিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতিসমূহের বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়নি। তিনি তার পূর্বসূরীদের আনীত বাণীই নিয়ে এসেছেন এবং তা পরিপূর্ণ করেছেন।

খ্রিস্টান ক্রুসেডার কর্তৃক মুসলিম বিজয়ী বীর সালাহুদ্দীনের সাথে আচরণের তুলনা করে সৈয়দ আমির আলী লিখেন,

তুলনা করুন খ্রিস্টীয় ক্রুসেডারদের আচরণের সাথে মুসলিমদের আচরণের। ৬৩৭ ঈসায়ীতে খলীফা উমর রা. জেরুসালেম অধিকার করেন। তিনি খ্রিস্টযাজক সোফ্রোনিয়াসের পাশে আরোহণ করে এই শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তখন সেখানকার প্রাচীন নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে তার সাথে খলীফা আলাপ করছিলেন। নামাযের সময় হলে যীশুখ্রিস্টের কবর হতে পুনরুত্থান গির্জায় (যেখানে খলীফা উমর রা. ঘটনাক্রমে উপস্থিত ছিলেন) তিনি নামায আদায় করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, যদি এখানে আমি নামায পড়ি, মুসলিমরা ভবিষ্যতে আমার এই উদাহরণ অনুকরণের নামে চুক্তি লংঙ্ঘন করতে পারে। অথচ এই শহর ক্রুসেডারদের দখলের পর অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মাথাকে তারা দেয়ালের সাথে আঘাত দিয়ে চূর্ণ করে দিয়েছে। শিশুদেরকে দুর্গের ছাদ থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হয়েছে। লোকদেরকে আগুনে সিদ্ধ করা হয়েছে। কিছু লোকের দেহ ছিঁড়ে-ফেঁড়ে দেখা হয়েছে তারা সোনা গিলে ফেলেছে কি না। ইহূদীদেরকে তাদের উপাসনাস্থলের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে তাদেরকে

www.pathagar.com

পুড়িয়ে মারা হয়েছে। প্রায় সত্তর হাজার মানুষ হয়েছে গণহত্যার শিকার। এই প্রেক্ষাপটে পোপের দূতকে জয়োৎসবে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে ! আবার যখন সালাহুদ্দীন শহর পুনর্দখল করেন, তখন তিনি সকল খ্রিস্টানকে মুক্ত করে দিলেন। তিনি তাদের অর্থ ও খাদ্যদ্রব্য প্রদান করেন। তাদের চলে যাওয়া মঞ্জুর এবং নিরাপদে প্রস্থানের ব্যবস্থা করেন।

'ওয়েস্ট'স ট্রিবিউটস টু ইসলাম' গ্রন্থের লেখক অমুসলিম মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যিনি সংখ্যালঘুদের প্রতি খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের মনোভাবের তুলনা করেছেন এভাবে,

খ্রিস্টধর্ম তার নির্যাতনের প্রস্তুতির জন্য অন্যান্য ধর্ম থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। বৌদ্ধ ধর্ম কখনো নির্যাতনকারী ধর্মে পরিণত হয়নি। খলীফারা ইহূদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি অনেক বেশি দয়ালু ছিলেন ইহূদী ও মুসলিমদের প্রতি খ্রিস্টান সরকারগুলোর তুলনায়। খলীফাদের রাজত্বকালে ইহূদী ও খ্রিস্টানরা নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতো, যদি তারা জিযিয়া প্রদান করতো। যে মুহূর্তে রোমান সম্রাট খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন তখন থেকে খ্রিস্টধর্ম ইহূদীবিদ্বেষ প্রচার করে এসেছে। ক্রুসেডের ধর্মীয় উন্মত্ততা পশ্চিম ইউরোপে সুসংগঠিতভাবে (সম্প্রদায় বিশেষের) হত্যাসাধন ও লুণ্ঠনের পরিণতি লাভ করেছে। খ্রিস্টধর্ম নৈতিক মানোন্নয়ন ঘটিয়েছিল- এহেন বক্তব্য দেয়া সম্ভব কেবল ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হলেই।

অন্য একজন অমুসলিম পণ্ডিত স্মীথ উমর রা. কর্তৃক জেরুসালেম বিজয়ের সাথে খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের কার্যকলাপের তুলনা করেছেন এভাবে,

জেরুসালেম উমরের রা. নিকট শর্তাধীনে আত্মসমর্পিত হয়। তিনি ছিলেন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা। ৬৩৭ সালে দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ সংঘটিত হয়েছিল। অবরোধকালে অনিবার্য ক্ষয়ক্ষতি ব্যতীত কোনো সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া একবিন্দু রক্তও ঝরেনি। উমর রা. প্রধান পাদ্রীসহ শহরে প্রবেশ করেন। তখন খলীফা তাঁর সাথে অন্তরঙ্গভাবে এর ইতিহাস প্রসঙ্গে আলাপ করছিলেন। নামাযের সময়ে ঐ পাদ্রী তাঁকে চার্চ অব হলি সেপালক্যার গির্জায় নামায পড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি এতে অস্বীকৃতি জানান। তার আশঙ্কা ছিল, পরবর্তীকালের মুসলিমরা একই ধরনের অধিকার দাবি করতে পারে। সুতরাং তিনি সেখানকার অধিবাসীদের আত্মসমর্পণ চুক্তির শর্ত মোতাবেক তাদের উপাসনার যে স্বাধীনতা নিশ্চিত

www.pathagar.com

করতে চেয়েছেন, তা বিপন্ন হতে পারে। স্বল্পস্থায়ী অবরোধের পর ক্রুসেডারদের কাছে এই পবিত্র নগরীর পতন ঘটে। ১০৯৯ সালে ঝড়ের গতিতে শহরটি দখল করা হয়। এরপর তিন দিন যাবত নির্বিচারে নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। সত্তর হাজার মুসলিমকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করা হয়, যার মধ্যে দশ হাজার নিহত হয়েছিল উমর রা.-এর মসজিদেই।

'ওয়েস্ট'স ট্রিবিউটস টু ইসলাম' গ্রন্থের লেখক লিওনার্ডকে নিম্নরূপে উদ্ধৃত করেছেন,

নিজের মহান ও বিকাশমান ইতিহাস জুড়ে বিশেষ করে এর প্রারম্ভিক সময়ে যখন গোঁড়ামি দূষণীয় ছিল না, ইসলাম তখনো শয়তানী ইনকুইজিশন-এর মত ঘৃণ্য পদ্ধতি অবলম্বনের নীচতা প্রদর্শন করেনি। তারা ঈমানের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড দ্বারা রঞ্জিত করেনি যা আলবিগনেস, ওয়ালডেনস ও বার্থোলোমিউরা করেছে। এর বিপরীতে ইসলাম ধর্মীয় সহিষ্ণুতার চেতনা উপস্থাপন করে, যা ছিল যেমন যুক্তিসংগত তেমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে উমাইয়াদের (৭৫৫-১০৩১ সাল) অধীনে স্পেন প্রত্যেক বিবেচনায় আধুনিক স্পেনের তুলনায় অধিক মহান, উন্নত ও উদার ছিল।

মুসলিমদের অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি মনোভাব এবং অমুসলিমদের মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি মনোভাবের তুলনা করতে গিয়ে সাইয়েদ মুহাম্মদ কুতুব লিখেছেন,

খ্রিস্টান গির্জা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তদন্ত আদালত প্রধানত স্পেনের মুসলিমদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল। এসব আদালত মুসলিমদের ভয়াবহভাবে নির্যাতন করেছে, যা ইতঃপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছে। তাদের নখ উৎপাটিত করা হয়েছে। তাদের চোখ তুলে ফেলা হয়েছে এবং তাদের হাত-পা কর্তন করা হয়েছে। এসব নির্যাতন এজন্যই করা হয়েছে যাতে জনগণকে জোরপূর্বক তাদের ধর্ম পরিবর্তনে ও খ্রিস্টীয় মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করা যায়। হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে ইউরোপীয় দেশ যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া, রাশিয়া অথবা ইউরোপীয় শাসনাধীন দেশ, যেমন উত্তর আফ্রিকা, সোমালিয়া, কেনিয়া, জাঞ্জিবার কিংবা অন্যান্য দেশ, যথা ভারত ও মালয়ের মুসলিমদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে। এসব ধ্বংসযজ্ঞ কখনো অপশক্তির বিশোধন এবং কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার অজুহাতে করা হয়েছে।

www.pathagar.com

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে ইথিওপিয়াতে মুসলিমদের সাথে কৃত আচরণ। এ দেশের সাথে মিসরের প্রাচীন ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যোগসূত্র রয়েছে। এখানে আছে মুসলিম ও খ্রিস্টানের মিশ্রিত জনসংখ্যা। যদিও পুরো জনসংখ্যার ৪৫% মুসলিম, সেখানে একটিও বিদ্যালয় নেই যেখানে ইসলাম অথবা আরবী শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। বেসরকারি যেসব বিদ্যালয় মুসলিমগণ তাদের নিজেদের অর্থায়নে খোলে, সেগুলোর ওপর অত্যধিক ট্যাক্স আরোপ এবং নানা অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে স্কুল বন্ধ হয়ে যায় এবং যারা নতুন স্কুল স্থাপন করতে চায়, তারাও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এভাবে ইসলামী শিক্ষাকে সেকেলে পন্থায় করতে চায়, তারাও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এভাবে ইসলামী শিক্ষাকে সেকেলে পন্থায় শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। ইতালির আক্রমণের ঠিক আগে একজন মুসলিম তার খ্রিস্টান ঋণদাতাকে ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় তাকে আটক করা হয়। তাকে বিক্রয় ও নির্যাতন করা হয় সরকারের চোখের সামনেই। এটা না বললেও চলে যে, মন্ত্রীসভায় অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মুসলিম অধিবাসীর প্রতিনিধিত্ব করতে একজন মুসলিমও নেই।

এমনকি আজও মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ, অধিকাংশ অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম সংখ্যালঘু অথবা অন্যান্য সংখ্যালঘুর সাথে যে আচরণ করা হয়, তার চেয়ে অনেক উত্তম। ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে এখনও পরিকল্পিতভাবে নির্যাতন করা হয়। এরূপ আচরণ ইসরাঈল অধিকৃত আরবভূমি, ইথিওপিয়া, ফিলিপাইন, মায়ানমার প্রভৃতি দেশেও মুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে করা হচ্ছে। মুসলিমগণ নিগ্রহ, সন্ত্রাস, পাশবিকতা, বর্বরতা ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হচ্ছে বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তীন ও কাশ্মীরে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : চৌদ্দ

আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু

অমুসলিম সংখ্যালঘুরা একটি আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অবস্থায় ইসলামের প্রদত্ত সর্বপ্রকার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। ইসলাম যেসব অধিকার তাদেরকে প্রদান করেছে, কোনোভাবেই সেগুলো হ্রাস করা যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো কর্তৃপক্ষ এগুলো স্থগিত কিংবা বাতিলও করতে পারবে না। অপরদিকে যদি কোনো আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদেরকে আন্তর্জাতিক আইনগত বাধ্যবাধকতা অথবা অন্য কোনো কারণে আরও কিছু অধিকার প্রদান করতে চায়, তাহলে তা করতে পারে। কারণ ইসলাম এক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেনি। এমনকি জাতীয় জরুরী অবস্থার মতো অজুহাতেও কোনো অমুসলিম নাগরিককে ইসলামের মঞ্জুরকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার বা ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই। কারণ এসব অধিকারের ধর্মীয় অলঙ্ঘনীয়তা রয়েছে। অতএব এগুলো লঙ্ঘন করা যায় না।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান অমুসলিম নাগরিকদেরকে নিম্নবর্ণিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করে :

১. অমুসলিম নাগরিকগণের অবশ্যই ধর্মীয় উপাসনা, জীবনধারা, সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মীয় শিক্ষালাভের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে;

২. অমুসলিমরা তাদের ব্যক্তিগত আইন, সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যাপার তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিধি, রীতিনীতি প্রথা অনুসারে পরিচালনা করার অধিকারী হবে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে যখন তারা নিজেরাই ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী পরিচালিত হবার ইচ্ছা পোষণ করবে;

৩. ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্য মোতাবেক তার অমুসলিম নাগরিকদের জীবন, সম্মান ও ধন-সম্পত্তি রক্ষা করবে;

৪. ইসলাম ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। অতএব কোনো অমুসলিমকে জবরদস্তি করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না;

www.pathagar.com

৫. যে সমস্ত সন্ধিপত্র ও চুক্তি অমুসলিম নাগরিকদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পাদন করবে এবং যে সমস্ত বাধ্যবাধকতা আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র গ্রহণ করবে নিশ্চিতভাবেই সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে মর্যাদা প্রদান করা হবে;

৬. আইনসভা এবং সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুদের প্রাপ্য প্রতিনিধিত্বসহ তাদের ন্যায্য স্বার্থ রাষ্ট্র অবশ্যই রক্ষা করে চলবে;

৭. সংখ্যালঘুদের মধ্যে যারা দরিদ্র ও দুঃস্থ, তারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের মুসলিম স্বদেশবাসীদের সমপরিমাণ আর্থিক সাহায্যের অধিকারী হবে;

৮. কেবল কিছু দফতর রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের জন্য সংরক্ষিত রাখা ছাড়া অন্য সব পদই সব সম্প্রদায়ের জন্য মেধার ভিত্তিতে উন্মুক্ত থাকবে। সংরক্ষিত পদসমূহ হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান, জাতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ের সরকার প্রধান, আইন পরিষদের প্রধান, উচ্চ আদালতের প্রধান, সশস্ত্র বাহিনীসমূহের প্রধান প্রভৃতি।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

০১. আল-কুরআনুল কারীম

০২. দি মিনিং অব দি গ্লোরিয়াস কুরআন - মার্মাডিউক পিকথল

০৩. ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ,

০৪. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান

০৫. 'আবদুর রাযযাক, আল-মুছান্নাফ

০৬. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ

০৭. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা

০৮. শাফি'ঈ, আল-মুসনাদ

০৯. আলবানী, সাহীহু ও দা'ঈফুল জামি'ইস সাগীর

১০. আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৭৯

১১. আবুল হাসান মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ

১২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, আস-সিয়ারুল কাবীর

১৩. আবূ 'উবাইদ, আল-আমওয়াল

১৪. ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রা'য়িক, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ

১৫. 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী, বাদা'ইয়ুছ ছানা'ই, বৈরূত : দারচল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৮২

১৬. ইবনুল কাইয়িম, আহকামু আহলিয যিম্মাহ

১৭. হাসফাকী, আদ-দুররুল মুখতার

১৮. সারাখসী, আল-মাবসূত

১৯. ইবনু 'আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার

২০. শাফি'ঈ, আল-উম্ম

২১. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ

২২. সাইয়িদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ, বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী

২৩. ড. ওয়াহবাহ, আয-যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু

www.pathagar.com

২৪. ইবনুল আছীর, আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল আছার
২৫. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ
২৬. বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান
২৭. বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবুওয়াত
২৮. ইবনু জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭ হি.
২৯. সাল্লাবী, 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয
৩০. ইবনু হিবাতিল্লাহ, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক
৩১. কালকাশন্দী, সুবহুল 'আশা, কায়রো : আল-মাতবা'আতুল আমীরিয়্যাহ, ১৯১৪
৩২. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭
৩৩. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা
৩৪. মাওলানা ফজলুল করিম, মিশকাতুল মাসাবীহ্‌র ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা
৩৫. মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী, এ কোড অব দি টিচিং অব আল-কুরআন
৩৬. মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী, হিউম্যান রাইটস ইন ইসলাম
৩৭. এনসাইক্লোপিডিয়া অব সীরাহ
৩৮. সৈয়দ আমীর আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম
৩৯. ড. হামীদুল্লাহ, ইনট্রোডাকশন টু ইসলাম
৪০. সাইয়েদ মুহাম্মদ কুতুব, ইসলাম : দি মোস্ট মিসআন্ডারস্টুড রিলিজিয়ন
৪১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, দি ইসলামিক ল' এন্ড কনস্টিটিউশন
৪২. সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব দি স্যারাসিন্স
৪৩. সৈয়দ ইয়াকুব শাহ, ওয়েস্ট'স ট্রিবিউটস টু ইসলাম
৪৪. গোল্ডযিহার, Introduction to Islamic Theology & Law (অনু. 'আল-আকীদাতু ওয়াশ শারী'আতু ফিল ইসলাম, অনুবাদক: ড. মুহাম্মদ ইউসূফ মুসা ও অন্যান্য), কায়রো : দারুল কুতুবিল হাদীছাহ, ১৯৫৯

www.pathagar.com

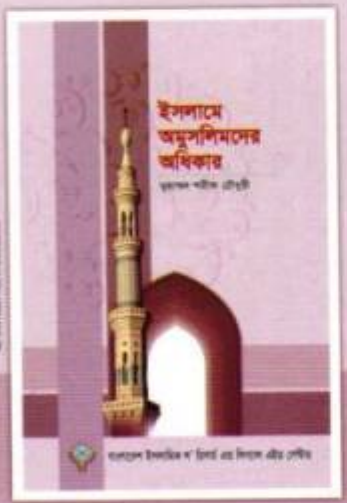

Designed by : An-Noor

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার